'বিম্বিসার-খারবেল' ক্রমানুপঞ্জী
ও
হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্যের জৈন-ব্যাখ্যা

শ্রী প্রেমময় দাশগুপ্ত

* পরিবেশক *

ফার্মা, কে, এল্, মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ

সাম্প্রতিক প্রকাশনী

গাঙ্গুলী বাগান গভঃ কোয়ার্টার

ব্লক—১০, ফ্লাট—এস্ ৮

পোঃ বক্স—১৬২২৬ কলিকাতা-২৯

*

পরিবেশক ঃ

ফার্মা, কে, এল্, মুখোপাধ্যায়

৬। ১ এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন

কলিকাতা-১২

*

মুদ্রণ ঃ

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক-১

*

প্রকাশ কাল ঃ

২রা নভেম্বর, ১৯৬০

যাঁর কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব,
যিনি আমার এই গ্রন্থ প্রকাশে সবচেয়ে
খুশী হবেন—
সেই
শ্রদ্ধেয় শ্রী ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে।

লেখকের গবেষণা প্রচেষ্টা সম্পর্কে
কিছু পূর্ব্ব অভিমত

২৮ মনোহরপুকুর রোড
কলিকাতা-২৯
৬।৬।৫৮

মহাশয়,

* * * * *

আপনার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ। যে কয়েকটী ছোট প্রবন্ধ * আমায় পঠাইয়াছেন ঐ গুলি আমি পাঠ করিয়াছি। আশা করি ঐগুলি যথাকালে যুগান্তর বা অন্য কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। তবে সাধারণ পাঠকবর্গ আপনার গবেষণার উচ্চমূল্য দিতে সমর্থ হইবে কিনা বলিতে পারি না, কারণ উহারা গল্পাদি হালকা জিনিষই পাঠ করিয়া থাকে। আমি মনে করি আপনার গবেষণারাজি বিশেষজ্ঞ মহলে সমাদর পাইবে। ইতি।

ভবদীয়

(স্বাঃ) শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

(প্রাচীন ইতিহাস ও কৃষ্টি বিষয়ক কারমাইকেল অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

---

* বর্ত্তমান গ্রন্থেরই অংশ বিশেষ তিনটি প্রবন্ধ আকারে পাঠান হয়েছিল। এই প্রবন্ধ তিনটি—

(১) 'খারবেল-লিপি, জৈন-স্মৃতি ও পুরাণ তথ্য'

(২) "জৈনস্মৃতি' এবং বৌদ্ধস্মৃতি ও পুরাণ তথ্য"

(৩) 'বৌদ্ধস্মৃতি, জৈনস্মৃতি ও পুরাণ তথ্য'

108 Raja Basanta Roy Road
Calcutta
14 May 1958

প্রীতিভাজনেষু,

উত্তর দিতে দেরী হল অপরাধ ক্ষমা করবেন। খাড়বেল প্রবন্ধটি ছোট হলেও মুল্যবান ঃ জৈনস্মৃতি ও হিন্দু পুরাণের সাথে জৈনরাজ খাড়বেল-লিপির কাল সাম্য উদ্ধার করে ঐতিহাসিকদের ভাবিয়েছেন। ....

'ভারত ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়—১ম খণ্ড, পুরাণ তথ্য পর্যালোচনা' * পাঠ করে এবং আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখে গভীর আনন্দ পেলাম। প্রার্থনা করি—সুস্থ শরীরে গবেষণা করে সার্থক হোন্। **Pargitar** থেকে **Pousalkar** অবধি বহু পণ্ডিত পুরাণ তথ্য বিশ্লেষণ করে এসেছেন। আপনিও বহু স্থানে নূতন আলোকপাত করেছেন এবং আপনার গ্রন্থটি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলে ঐতিহাসিক সন্ধানীদের নূতন নির্দ্দেশ দেবে এ আশা রাখি।

....

—ইতি—
শুভার্থী
(স্বাঃ) শ্রী কালিদাস নাগ

---

* এখানি লেখকের প্রথম গবেষণা গ্রন্থ।

68/4A Purna Das Road
Calcutta 29
Sept. 16, 1959

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রবন্ধ তিনটি যথাসময়ে আমার হাতে এসেছিল। গ্রন্থখানিও যথা সময়ে পেয়েছিলাম। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আপনার গবেষণা নিশ্চয়ই মূল্যবান, তবে এ সম্বন্ধে মতামত দেবার মত অধিকার আমার নেই। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায় সব রচনাই আমি পড়ে থাকি; আপনার রচনাগুলিও পড়েছি এবং উপকৃত হয়েছি। এজন্য আপনি আমার ধন্যবাদ অর্জ্জন করেছেন।

বিনয় নমস্কারান্তে, । ইতি।

ভবদীয়

(স্বাঃ) নীহার রঞ্জন রায়

মুখবন্ধ

হিন্দু পুরাণ-স্মৃতি, জৈন-স্মৃতি, বৌদ্ধ-স্মৃতি এবং কলিঙ্গরাজ মহামেঘবাহন খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপি —এই চার মধ্যে এবং বিশেষ ভাবে প্রথম তিন মধ্যে যে পারস্পরিক সাম্য বর্ত্তমান, এবং এই সাম্যকে অনুসরণ ক'রে 'বিম্বিসার-খারবেল' ও বিশেষ ভাবে 'মহাপদ্ম নন্দ-অশোক' কালের যেই ক্রমপঞ্জী আমরা লাভ করি উহাই যে ঐ কালের প্রকৃত ক্রমপঞ্জী—এই-ই এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য।

পৌরাণিক ক্রমপঞ্জী সম্পর্কে বিস্তারিত কোন আলোচনা এই গ্রন্থ মধ্যে করা হয়নি। কারণ, সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে অপর একখানি গ্রন্থে পূর্ব্বেই তা উপস্থাপিত করা হয়েছে। *১ এ ছাড়া, নূতন ভাবে লিখিত হয়ে, নানা নূতন তথ্য সমৃদ্ধ ভাবে উহার একখানি সংস্করণ অল্পকাল মধ্যে একাধিক খণ্ডে প্রকাশ চেষ্টা চলছে। ঐ নূতন সংস্করণ খানি পৌরাণিক পঞ্জী সম্পর্কে যাবতীয় জিজ্ঞাসা সুষ্ঠু ভাবে পূরণ ক'রতে সমর্থ হবে বলে আশা রাখি।

---

*১ এ সম্পর্কে এই গ্রন্থের 'পুরাণ-স্মৃতি' অধ্যায় (পৃঃ ৪৮) দেখুন।

পৌরাণিক পঞ্জী দিয়েই আমার সৌখীন গবেষক জীবনের সুরু। পৌরাণিক যুগবাদের ধাঁধাই এদিকে আমায় আকৃষ্ট করে তোলে। আর এই ধাঁধার সমাধানের মধ্য দিয়েই সমগ্র পৌরাণিক পঞ্জীর বাস্তব রূপরেখাটি আমার নিকট উদ্ঘাটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বৌদ্ধ-স্মৃতি, জৈনস্মৃতি কিংবা হাতিগুম্ফা লিপি আমায় কোনরূপ সাহায্য করেনি। সাহায্য করেছে যুগ-ভিত্তিক পুরাণ সংকলনের সমসাময়িক কালে মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের (খৃঃ পূঃ ৩১৮-২৯৪) রাজ সভায় আগত গ্রীক দূত মেগাস্থেনীসের 'ভারত-বিবরণ'। *২ আর সমাধানের যথার্থ্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত ভাবে নিঃসন্দিহান করেছে আমায় বৈদিক সাহিত্য, উত্তর বৈদিক সাহিত্য ও উহা মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন বিদ্যা-সম্প্রদায়ের গুরুশিষ্য পরম্পরা তালিকা, দক্ষিণ ভারতে সহস্র বর্ষাত্মক চক্র সংবৎ রূপে প্রচলিত পরশুরাম সংবৎ এবং সেই সাথে পুনরায় 'ভারত-বিবরণ'।

মূল পৌরাণিক পঞ্জী হতে 'মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক-চন্দ্রগুপ্ত' কাল পাওয়া যায় ৮৬ বৎসর। আর হর্য্যঙ্ক

*২ মেগাস্থেনীস রচিত মূল গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে লুপ্ত। ডায়োডোরস্, আরিয়ান, প্লীনি, সলিনাস্ প্রমুখ লেখকগণ ঐ গ্রন্থ থেকে যেই সব উদ্ধৃতি তাদের গ্রন্থ মধ্যে করে দিয়েছেন উহাই বর্ত্তমানে ঐ গ্রন্থের আংশিক পরিচয় বহন করে।

—শৈশুনাগ বংশ ধারার শেষ অধিপতির পুত্রগণের অভিভাবকত্ব ছলে মহাপদ্ম নন্দের মগধ রাজ্য শাসন কাল সহ নন্দবংশকাল ২+৮৬=৮৮ বৎসর। *৩ আবার ভারতীয় পণ্ডিতগণ যেই অব্দের সাহায্যে মেগাস্থেনীসের নিকট চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল প্রকাশ করেছেন ৬০৪৩ সংবৎ *৪, সেই একই অব্দের দ্বারা পরবর্ত্তী কালে পুরাণ মধ্যে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক কাল নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে তদপেক্ষা ৮৬ বৎসর পূর্ব্ব বিন্দুতে এবং উজ্জয়িনীর চষ্টান বংশীয় মুরুণ্ড ক্ষত্রপগণের *৫ বিনাশ কাল চিহ্নিত করা হয়েছে ৭০৭ বৎসর পরবিন্দু রূপে। মুদ্রা থেকে

*৩ বর্ত্তমানে মৎস পুরাণ মধ্যে এই ৮৮ বৎসরকেই চিত্রিত দেখা যায় একমাত্র মহাপদ্ম নন্দের রাজত্ব কাল রূপে। বায়ু পুরাণ মধ্যে উপস্থিত ২৮ বা 'অষ্টাবিংশ' বৎসর এই ৮৮ বা 'অষ্টাশীতি' বৎসরেরই লিপি প্রমাদ মাত্র।

*৪ যেই অব্দটির সাহায্যে এই তথ্য দান করা হয়েছে উহার প্রকৃত সূচনা বিন্দু প্রকৃত পক্ষে চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ৬৪২ সংবৎসর। এ সম্পর্কে আপাততঃ এই গ্রন্থের ৫৩-৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

*৫ 'মুরুণ্ড' এই শক শব্দটি ইংরাজী 'Lord' এবং সংস্কৃত 'স্বামীন্' শব্দের ন্যায় সম অর্থ সম্পন্ন। চষ্টান বংশীয়গণ তাদের নামের পূর্ব্বে 'স্বামী' বিশেষণ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন বলে দেখা যায়। এ ছাড়া পুরাণ মধ্যে মুরুণ্ডগণের যেই অবসান কাল নির্দ্দিষ্ট হয়েছে উহার সাথে এই ক্ষত্রপ বংশের উচ্ছেদ তারিখের সাম্য থেকেও প্রকাশ পায় যে পুরাণ মধ্যে এই ক্ষত্রপ বংশকেই 'মুরুণ্ড' রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

এই ক্ষত্রপগণের শেষ অস্তিত্ব নিদর্শন পাওয়া যায় ৩১০ শকাব্দ=৩৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ঐ তারিখে বা উহার নিকটবর্ত্তী কোন তারিখেই গুপ্ত বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের হাতে এদের উচ্ছেদ ঘটেছিল বলে অনুমিত হয়। অতএব ঐ উচ্ছেদ কাল থেকে ৭০৭ বৎসর পূর্বকাল রূপে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ তারিখ পাই খৃঃ পূঃ ৩২০-১৯ অব্দ বা উহার নিকট পরবর্ত্তী সময় এবং মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক কাল খৃঃ পূঃ ৪০৬-০৫ অব্দ বা উহার নিকট পরবর্ত্তী সময়। *৬ এইভাবে পুরাণ এবং 'ভারত বিবরণ' তথ্যই আমার পথ দেখিয়েছে যে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক থেকে চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের ঐতিহাসিক কাল দূরত্ব সম্ভবতঃ যথাক্রমে ৮৬ বৎসর ও (৮৬+৪৯=) ১৩৫ বৎসর। আর ইহা কতদূর সঠিক

---

*৬ পুরাণ মধ্যে চষ্টানবংশীয় ক্ষত্রপগণকে যে মুরুণ্ড রূপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পুরাণ ধৃত মুরুণ্ডগণের অবসান কাল অনুসারে ভারত-বিবরণ মধ্যে উপস্থিত চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ তারিখ ৬০৪২ সংবৎ বা দ্বিতীয় সপ্তর্ষি অব্দের ৬৪২ সংবৎ যে খৃঃ পূঃ ৩২০-১৯ অব্দ বা উহার নিকট পরবর্ত্তী কাল এই তথ্যটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এই গ্রন্থ রচনার পর। সুতরাং মূল গ্রন্থে এই তথ্যটি স্বভাবতঃই অনুপস্থিত। মূল গ্রন্থে এবং বিশেষ ভাবে 'তারিখ পঞ্জী' অধ্যায়ে মনোনিবেশের বেলা পাঠকগণকে এই কাল তথ্যটির প্রতি সচেতন থাকতে অনুরোধ জানাই।

সেই জিজ্ঞাসার পূর্ণ উত্তর লাভের জন্যই ক্রমে আমি বৌদ্ধ ও জৈনস্মৃতি এবং হাতিগুম্ফা লিপি তথ্যের প্রতি মনযোগী হই। পুরাণ ও 'ভারত-বিবরণ' আমায় বিপথ চালিত করেছে এরূপ মনে করবার মত কোন তথ্য এই তিন মধ্যে আমি পাই নি। বরঞ্চ সব কিছু বিচার বিবেচনা থেকে এই প্রত্যয়ই ঘটেছে যে উল্লিখিত দুই কালের ঐতিহাসিক দূরত্ব ঠিক ঐ রূপই। অবশ্য এ সম্পর্কে চূড়ান্ত বিচারের ভার আমার হাতে নয়,—ভবিষ্যতের হাতে।

পৌরাণিক পঞ্জীর সাথে হাতিগুম্ফা লিপির সঙ্গতি যে একমাত্র 'নন্দরাজা-রাজা মৌর্য্য কাল' বা 'মহাপদ্ম-অশোক' অভিষেক দূরত্ব ক্ষেত্রেই দেখা যায়— তা নয়। আরও দুইটি ক্ষেত্রে ঐরূপ লক্ষিত হয়। মূল পৌরাণিক যুগবাদে পর্যায় কালকেই সর্ব্বনিম্ন মানের যুগ রূপে ধরা হয়েছে। এই পর্যায় যুগকে বর্ত্তমান পুরাণগুলি মধ্যে শুধু মাত্র 'যুগ' রূপেই উল্লিখিত দেখতে পাই। উহা মধ্যে উপস্থিত 'ত্রয়োদশ যুগ', 'উনবিংশ যুগ', 'অষ্টাবিংশ যুগ'-এই জাতীয় নির্দ্দেশগুলির প্রকৃত অর্থ হল—'মহাযুগচক্রের আরম্ভ বা কল্পবিন্দু থেকে 'ত্রয়োদশ পর্যায়ে', 'উনবিংশ পর্যায়ে', 'অষ্টাবিংশ পর্যায়ে' ইত্যাদি। হাতিগুম্ফা লিপি মধ্যেও আমরা এই 'যুগ' বা পর্যায় যুগের ব্যবহার দেখতে পাই।

সেখানে এই যুগকে 'পুরুষ যুগ' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। খারবেল তদীয় বংশধারার তৃতীয় পর্যায় ভুক্ত নরপতি রূপে সিংহাসনাভিষিক্ত হয়েছিলেন এই তথ্য পরিবেশণ করতে গিয়ে সেখানে বলা হয়েছে— '......তভিয়ে কলিঙ্গ রাজবংসে পুরিস যুগে মহারাজা ভিসেচনম্ পাপুনাতি।' আবার ৩০ 'যুগ' বা পুরুষ যুগ=দশ নক্ষত্র যুগ=এক মহাযুগ পরিমাণ কাল=১০০০ বৎসর—এইরূপ হিসাব ভিত্তিতে মুল পঞ্জী মধ্যে ভারত যুদ্ধ থেকে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট করা হয় প্রথম কলিযুগের সূচনা থেকে দ্বিতীয় কলিযুগের সূচনা পর্য্যন্ত মোট ১০০০ বৎসর। সুতরাং যুগ ভিত্তিক মুল পৌরাণিক পঞ্জী অনুসারে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পরবর্ত্তী ৩০০ সংবৎসর ভারত যুদ্ধোত্তর ১৩০০ সংবৎসরের সমান। এ ক্ষেত্রে, ডঃ জয়সোয়াল ও রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মিলিত ভাবে প্রদত্ত এই লিপির পাঠ ও ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে খারবেল তার পঞ্চম বর্ষে নন্দরাজা কর্ত্তৃক তিনশত বৎসর পূর্ব্বে উদঘাটিত (তিনশত বর্ষ পূর্ব্বকালীন নন্দরাজা কর্ত্তৃক উদঘাটিত?) জল প্রণালী সংস্কার করে তনসুলিয়ের পথ দিয়ে নগর পর্য্যন্ত আনিছিলেন, আর একাদশ বর্ষে ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বকালীন

ও ভারত যুদ্ধে যোগদানকারী কেতুভদ্রের তিক্তকাষ্ঠ নির্মিত মূর্ত্তি রথযাত্রায় বের করেছিলেন। অবশ্য ১৬৫ রাজা মৌর্য্য কাল এর ন্যায় এই কাল তথ্যটির উল্লেখ অস্তিত্বও ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না।

আবার লিপি মধ্যে খারবেলের দ্বিতীয় বর্ষের বিবরণ প্রসঙ্গে সাতবাহন বংশীয় 'পশ্চিম দেশাধিপতি' সাতকর্ণির উল্লেখ দেখা যায়। বিবরণ থেকে জানা যায় যে খারবেল ঐ বর্ষে সাতকর্ণির বিরুদ্ধে অথবা সহায়তা দান উদ্দেশ্যে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক কাল খৃঃ পূঃ ৪০৪ অব্দ এবং অশোকের রাজ্যলাভ তথা রাজ্যাভিষেক কাল খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ রূপে গ্রহণ করে যদি আমরা শিলালিপি খানির উৎকীর্ণ কাল নন্দরাজা বা মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক থেকে ৩০০ সংবৎসর এবং রাজা মৌর্য্য কাল বা সম্রাট অশোকের অভিষেক থেকে ১৬৫ সংবৎসর রূপে খৃঃ পূঃ ১০৫ অব্দ ধরি এবং এই ভাবে খারবেলের সিংহাসনারোহণ কাল খৃঃ পূঃ ১১৮ অব্দ রূপে চিহ্নিত করি তবে উহার সহিত সাতবাহন কালপঞ্জীর বিরোধ দেখা দেয় কি না? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে— 'না'। কারণ, পুরাণ মধ্যে আমরা দেখতে পাই—

(১) অন্ধ্রাণাং সংস্থিতা পঞ্চ তেষাং বংশাঃ সমাঃ পুনঃ।
সপ্তৈব তু ভবিষ্যন্তি দশাভীরাস্ততো নৃপাঃ ॥ ৩৭
(বায়ু-৯৯ অধ্যায়)

'অন্ধ্রদিগের *৭ প্রতিষ্ঠা থেকে পাঁচজন (নরপতির) পর তাহাদের বংশধারায় পুনরায় আরও সাতজন রাজত্ব করিবে। ইহার পর দশজন আভীর নৃপতি হইবে'

(২) অন্ধ্রাণাং সংস্থিতা রাজ্যে তেষাং ভৃত্যান্বয়ে নৃপাঃ।
সপ্তৈবান্ধ্রা ভবিষ্যন্তি দশাভীরাস্তথা নৃপাঃ ॥ ১৭
(মৎস-২৭৩ অধ্যায়)

'অন্ধ্রদিগের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে তাহাদের ভৃত্যবংশীয়গণ রাজা হইবে। (এই ভৃত্য বংশীয়) সাতজন অন্ধ্র নৃপতির পর দশজন আভীর নৃপতি হইবে।

(৩) "অন্ধ্রা ভোক্ষ্যন্তি বসুধাং শতে দ্বে চ শতঞ্চ বৈ।"
(বায়ু-৯৯ অধ্যায়)

'অন্ধ্রগণ ৩০০ বৎসর কাল বসুধা ভোগ করিবে।'

(৪) সপ্তর্ষয়ো মঘাযুক্তাঃ কালে পারীক্ষিতে শতম্,
অন্ধ্রান্তে তু চতুর্বিংশে ভবিষ্যন্তি মতে মম ॥ ৪২৩
(বায়ু—৯৯ অধ্যায়)

*৭ পুরাণ মধ্যে সাতবাহন দিগকে অন্ধ্র দেশীয় রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

'আমার মতে সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন এবং অন্ধ্রদিগের অবসান সময়ে চতুর্ব্বিংশ নক্ষত্রে থাকিবে।'

(৫) একোনবিংশতি হ্যেতে আন্ধ্রা ভোক্ষন্তি বৈ মহীম্
দ্বাদশাধিকম্ এতেষাং রাজ্যম্ শত চতুষ্টয়ম। *৮
(মৎস—২৭৩ অধ্যায়)

'এই উনিশ জন অন্ধ্র নৃপতি পৃথিবী ভোগ করিবে। ইহাদের রাজত্ব কাল ৪১২ বৎসর।'

এই পুরাণোক্তিগুলি *৯ আমাদের জানিয়ে দেয় যে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণি প্রতিষ্ঠিত *১০ অন্ধ্রভৃত্য বংশীয় সাতবাহন রাজসংখ্যা সহ 'প্রধান' সাতবাহন ধারার রাজসংখ্যা ও রাজত্ব কাল যদিও যথাক্রমে ১৯ জন ও ৪১২ বৎসর, কিন্তু শিমুক প্রতিষ্ঠিত 'মূল' সাতবাহন বংশের রাজসংখ্যা ১ম উদ্ধৃতি মধ্যে সূচিত সংখ্যা অনুরূপ মাত্র ১২ জন এবং

---

*৮ Dynasties of the Kali age—by Pargiter দেখুন।

*৯ সাতবাহন বংশ সম্পর্কিত পুরাণ তথ্যাদির বিশদ আলোচনা পুরাণ সম্পর্কিত গ্রন্থ খানিতে বিশদ ভাবে করা হইবে।

*১০ লক্ষ করবার বিষয় যে গৌতমী পুত্র ও তৎপরবর্ত্তীগণের নামের সহিত মাতৃ-পরিচয় যুক্ত দেখা গেলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী সাতবাহন রাজাগণের ক্ষেত্রে ঐরূপ দেখা যায় না। এই বিশেষত্বটিও সূচিত করে যে গৌতমী পুত্র ও তৎপরবর্ত্তীগণ মূল সাতবাহন বংশীয় ছিলেন না।

রাজত্ব কাল ৩য় উদ্ধৃতি অনুরূপ পূর্ণ বা স্থূল ভাবে ৩০০ বৎসর ও এই কাল খৃঃ পূঃ ২১৮ থেকে ৮২ খৃষ্টাব্দ *১১ মধ্যে সীমিত। আরও জানিয়ে দেয় যে 'মূল' বংশধারার ১২ জন রাজা মধ্যে ষষ্ঠ জনই হলেন কাণ্ব ও অবশিষ্ট শুঙ্গ শক্তির উচ্ছেদকারী *১২ এবং এই উচ্ছেদ কাল

*১১ (ক) বায়ু ও মৎস পুরাণ মধ্যে উপস্থিত মূল পঞ্জীর কল্পবিন্দু চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ২০০০ সংবৎসর=২৩১৮ খৃঃ পূঃ এবং এই কারণে চতুর্ব্বিংশ যুগের সমাপ্তি কাল ৮২ খৃষ্টাব্দ।

(খ) যদি আমরা মূল সাতবাহন বংশের অবসান কাল আঃ ৮২ খৃষ্টাব্দ রূপে গ্রহণ করি এবং অন্ধ্রভৃত্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণিকে এই বিন্দুতে স্থাপনা করি তবে অন্যূন ২৪ বৎসর রাজত্ব হেতু তার রাজত্ব কাল পাই—আঃ ৮২—১০৬ খৃষ্টাব্দ এবং তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বাসিষ্ঠী পুত্র পুলোমায়ীর রাজত্ব কাল পাই আঃ ১০৬—১৩৪ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং দেখা যায় যে এই পুরাণ তথ্যানুসারে বাসিষ্ঠী পুত্র পুলোমায়ী উজ্জয়িনীর মুরুণ্ড শক) ক্ষত্রপ চষ্টানের সমসাময়িক ছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষণ যোগ্য যে এ ক্ষেত্রে Ptolemy-ও তার গ্রন্থ মধ্যে পুলোমায়ীকে চষ্টানের সমসাময়িক রূপে উল্লেখ করেছেন।

*১২ ১ম উদ্ধৃতি মধ্যে ১২ জন অধিপতির বিবরণ যেরূপ তাৎপর্য্যকর ভাবে প্রথম পাঁচ ও পরবর্ত্তী অপর সাত—এইরূপ দুই ধারায় বিভক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে উহা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

খৃঃ পূঃ ৬৯ অব্দ *১৩। পৌরাণিক পঞ্জী থেকে ষষ্ঠ অধিপতি রূপে পাই আমরা দ্বিতীয় সাতকর্ণিকে। তাঁর রাজত্ব কাল পাই ৫৬ বৎসর। আর প্রথম ছয় জনের রাজত্ব কাল ১৫১ বৎসর অতএব দেখা যায় যে প্রথম ছয় জনের রাজত্ব কাল স্থূল ভাবে খৃঃ পূঃ ২১৮ থেকে খৃঃ পূঃ ৬৭ অব্দ এবং দ্বিতীয় সাতকর্ণির রাজত্ব কাল আঃ খৃঃ পূঃ ১২৩—৬৭ অব্দ। অপর দিকে, গৃহীত হিসাব থেকে খারবেলের সিংহাসনারোহণ কাল স্থির হয় খৃঃ পূঃ ১১৮ অব্দ এবং সাতকর্ণির উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণ কাল খৃঃ পূঃ ১১৭ অব্দ। সুতরাং খারবেলের সময় কাল ঐরূপ গ্রহণ করলে সাতবাহন কালপঞ্জীর সাথে তাঁর কোন বিরোধ দেখা দেয় এরূপ বলা চলে না।

এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। নন্দরাজা বা মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক ব´ থেকে ধারাবাহিক ভাবে গণিত হয়ে আসা এক প্রচলিত

*১৩ অর্থাৎ সুঙ্গ বংশের ১১২ বৎসর রাজত্ব কাল এবং কাণ্ব বংশের ৪৫ বৎসর রাজত্ব কাল একই সময়ে শেষ হয়েছিল। আর এ ক্ষেত্রে কাণ্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা বসুমিত্রের রাজত্ব কাল স্থায়ী হয়েছিল খৃঃ পূঃ ১১৪ অব্দ থেকে খৃঃ পূঃ ১০৫ অব্দ পর্য্যন্ত মোট নয় বৎসর এবং এই কারণে তিনি ছিলেন খারবেলের সমকালীন। সুতরাং বিচার্য্য যে তাঁর লিপি মধ্যে দ্বাদশ বর্ষের বিবরণ প্রসঙ্গে যেই মগধ রাজার নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং 'বহপতি মিত্ত' রূপে পঠিত হয়েছে, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে এই বসুমিত্র (বসুপতি মিত্র ?) কি না ?

অব্দের ব্যবহার হাতিগুম্ফা লিপি মধ্যে ঘটেছে এইরূপ কোন সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হয়ে এই গ্রন্থ মধ্যে 'নন্দরাজ তি-বস-সত' এই কাল তথ্যটিকে '৩০০ নন্দরাজ কাল' রূপে উল্লেখ করা হয় নি। ঐ উক্তি দ্বারা নন্দরাজাকে যেখানে ৩০০ বৎসর পূর্ব্বকালীন রূপে সূচিত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে শিলালিপি খানির উৎকীর্ণ কাল মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পরবর্ত্তী ঠিক ৩০০ সংবৎসর এই তাৎপর্য্যটুকু লক্ষ্য করে এবং আলোচনায় এই বিষয়টিকে সহজ ভাবে তুলে ধরবার জন্যই ঐরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি ঐরূপ উল্লেখ সকলে দোষাবহ মনে করেন তবে ভবিষ্যতে সুযোগ ঘটলে সংশোধন করে নেব।

এই প্রসঙ্গে আরও জানাই যে লিপি মধ্যে ১৬৫ রাজা মৌর্য্যকাল এর উল্লেখও যে কোন সুপ্রচলিত অব্দের অনুসরণ থেকে ঘটেছে এরূপ কোন দৃঢ় অভিমতও আমি পোষণ করি না। অর্থাৎ এই উল্লেখ মধ্যে 'কাল' শব্দটি কোন প্রচালত অব্দের স্মৃতি বা তাৎপর্য্য বহন করে এমন নাও হতে পারে। কলিঙ্গ বিজয় যুদ্ধ ও তাঁর পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর জন্য অশোক যে কলিঙ্গবাসীগণের নিকট নন্দরাজা অপেক্ষা অধিক পরিচিত ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং, হয়ত এই কারণেই খারবেল নিজের সময়

কাল সম্পর্কে ? অধিক সুষ্ঠু ধারণা দানের জন্য অশোক থেকে কাল নির্দ্দেশ দানে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আবার কলিঙ্গ যুদ্ধের অবিস্মরণীয় নৃশংসতার মধ্য দিয়ে অশোকই প্রথম কলিঙ্গ রাজ্যকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধীনে আনেন। সুতরাং কলিঙ্গবাসীগণের নিকট তিনিই প্রথম মৌর্য্য রাজা এবং তৎপরবর্ত্তী মৌর্য্য শাসন কালই মৌর্য্যকাল। আর হয়ত এই কারণেই তিনি কলিঙ্গবাসীগণের স্মৃতি মধ্যে রাজা মৌর্য্য রূপে বিরাজিত ছিলেন এবং তৎপরবর্ত্তী কাল মৌর্য্যকাল রূপে। এবং এই স্মৃতির অনুসরণ থেকেই হয়ত খারবেল অশোক থেকে গণিত কালকে পুনরায় 'রাজা মৌর্য্যকাল' কিংবা 'মৌর্য্যকাল' রূপে অভিহিত করেছেন।

খারবেল যে যথেষ্ট কালতথ্য সচেতন ছিলেন, উহার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন নন্দরাজার কালোল্লেখ মধ্যেই সে কথা প্রকাশমান। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী ও অনুগামী হয়ে তথাগত বুদ্ধের নীতি ও আদর্শ প্রচারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা সত্ত্বেও, অসংখ্য লিপি মাধ্যমে বুদ্ধদেবের নীতি ও আদর্শ প্রচার করা সত্ত্বেও, বুদ্ধদেবের স্মৃতি সিক্ত স্থান সমূহে স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ করে স্মারকলিপি উৎকীর্ণ করা সত্ত্বেও, কোথাও তাঁর সময়কালের উল্লেখ প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

কিন্তু খারবেল নন্দরাজা কর্ত্তৃক একদা উদঘাটিত একটি জল প্রণালী সংস্কার করে নগর পর্য্যন্ত আনিয়েছিলেন— এই সাধারণ প্রসঙ্গে নন্দরাজার উল্লেখ ঘটাতে গিয়েও তাঁর কালনির্দ্দেশ দানে কার্পণ্য করেন নি। যদি একাদশ বর্ষের বিবরণে ১৩০০ বৎসরের উল্লেখ আছে বলে আমরা স্বীকার করে নিই— তবে সেখানেও কালতথ্য প্রদানের প্রতি খারবেলের অনুরাগের পরিচয় আমরা পুনর্ব্বার পেয়ে থাকি। এক্ষেত্রে কলিঙ্গ তথা ভারতের স্মৃতি পটে চির উজ্জ্বল সম্রাট অশোক থেকে গণিত কোন কাল তথ্যের উল্লেখ যদি তাঁর লিপি মধ্যে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেও ঘটে থাকে তবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। বিশেষতঃ যখন দেখতে পাই যে পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন স্মৃতি— এই তিন অনুসারেই উহা সম্পূর্ণ কালতথ্য সম্মত।

আমার বক্তব্য এইখানেই সাঙ্গ করি।

বিনীত—
লেখক

'বিম্বিসার-খারবেল' ক্রমাণুপঞ্জী
ও
হাতিগুম্ফা শিলালিপি-তথ্যের জৈন-ব্যাখ্যা'

॥ সূচনা ॥

'বিম্বিসার-অশোক' কালের ক্রমানুপঞ্জী সম্পর্কে আপন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে হিন্দু পুরাণ এবং বৌদ্ধ ও জৈন স্মৃতি মন্থন করে শেষ পর্য্যন্ত বিস্ময় ও বেদনায় গভীরভাবে অভিভূত হতে হয়েছে আমায়। সিংহলীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মহাবংশ' *১ ও 'দীপবংশ' এ*২ এই কালের যে ক্রমাণুপঞ্জী পাওয়া যায় তাকে ঐতিহাসিকগণ নির্ভরযোগ্য বলে ধারণায় এলেন কি ভাবে! কলিঙ্গ অধিপতি মহামেঘ-বাহন খারবেলের 'হাতিগুম্ফা শিলালিপি' মধ্যে '৩০০ নন্দরাজ কাল'-এর উল্লেখ করা হয়ে থাকলেও '১৬৫ মৌর্য্যকাল-এর কোনরূপ উল্লেখ করা হয়নি এমন অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্ত-ইবা তাঁরা গ্রহণ ও সমর্থন করলেন কি ভাবে।

---

*১ দেখুন : Maha vamsa—Ed. by Geiger

*২ দেখুন : Dipa vamsa—Ed. by Oldenberg

১ম অধ্যায় ঃ বৌদ্ধ স্মৃতি

১—'বিম্বিসার মহাপদ্ম' ক্রমাণুপঞ্জী

আমি একথা বলছি না যে সিংহলায় গ্রন্থ দুইখানিতে যেই ক্রমাণুপঞ্জী আছে তাঁর সম্পূর্ণ অংশই মিথ্যা। সেখানে হর্য্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের বা 'বিম্বিসার-মহাপদ্ম' অধ্যায়ের যে বিস্তৃত পঞ্জী রয়েছে কয়েকটি সাধারণ বিষয় ছেড়ে দিলে তাকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে। হিন্দু পুরাণ *৩ বিশ্লেষণ চেষ্টা থেকে এই কালের যে ক্রমাণুপঞ্জী পাওয়া যায় তাঁর সাথে ইহার বিরোধ মুখ্যতঃ মাত্র একটি ক্ষেত্রেই। এই বিরোধ হর্য্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের অষ্টম অধিপতি কালাশোক বা কাকবর্ণের রাজত্বাবসান এবং নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক মধ্যবর্ত্তী ২২ বৎসর কালের বিবরণ নিয়ে। সিংহলীয় গ্রন্থে এই কাল উল্লেখ করা হয়েছে কালাশোক বা কাকবর্ণের দশজন পুত্রের সম্মিলিত রাজত্বকাল রূপে এবং এই পুত্রগণের মধ্যে নবম জন বলা হয়েছে নন্দিবর্দ্ধন কে।

---

*৩ এই আলোচনা ধারায় পৌরাণিক ক্রমাণুপঞ্জী বিষয়ে সমুদয় তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে লেখকের প্রথম গবেষণা গ্রন্থ 'ভারত ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়—প্রথম খণ্ড, পুরাণ তথ্য পর্যালোচনা' থেকে। এই প্রসঙ্গে এই আলোচনাধারার 'পুরাণ স্মৃতি' অধ্যায় ও মুখবন্ধ লক্ষ করুন।

অপর পক্ষে, পুরাণ থেকে পাওয়া যায় একমাত্র নন্দিবর্দ্ধনের নাম। তিনি রাজত্ব করেছিলেন ২০ বৎসর। অবশিষ্ট দুই বৎসর দেওয়া আছে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক-পূর্ব্বকালীন রাজ্যশাসন কাল রূপে। পুরাণের একটি শাখা মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক-পূর্ব্বকালীন রাজ্য শাসন রূপে প্রদর্শিত এই দুই বৎসর কালকে হর্য্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের অঙ্গীভূত করে এই বংশের স্থায়িত্বকাল দেখিয়েছেন সিংহলীয় গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট কাল অনুরূপ দুইশত বৎসর। কিন্তু অপর এক শাখা হর্য্যঙ্ক বংশের প্রথম অধিপতি বিম্বিসার এবং নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল মধ্যে দুইশত বৎসরের ব্যবধান রয়েছে বলে জানালেও এই বংশের স্থায়িত্বকাল দেখিয়েছে ১৯৮ বৎসর এবং অপর দুই বৎসর মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক-পূর্ব্ববর্ত্তী রাজত্ব কাল হেতু নন্দবংশের রাজত্বকাল অন্তর্ভূক্ত করে নন্দবংশের স্থায়িত্বকাল দেখিয়েছে ২+৮৬ বৎসর বা ৮৮ বৎসর। *৪ খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে নন্দবংশীয় শেষ অধিপতি ধননন্দের রাজত্ব সময়ে ভারত অভিযানকারী ম্যাসিডন (Macedon)

*৪ মৎস, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ প্রধানতঃ এই শাখার অনুবর্ত্তী। (বিষ্ণু ও শ্রীমদ্ভাগবতকে পাওয়া যায় ১ম শাখার অনুবর্ত্তীরূপে) লক্ষ্যণীয় যে বর্ত্তমানে এই তিন পুরাণ থেকে এই ৮৮ বৎসরই পাওয়া যায় মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল রূপে। যেই কাল এক

অধিপতি আলেকজেণ্ডারের অনুচরগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি *৫ সূত্রে জানা যায় যে মহাপদ্ম নন্দ তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী মগধীয় রাজবংশের শেষ অধিপতিকে ষড়্যন্ত্রের সাহায্যে হত্যা করে তাঁর পুত্রগণের অভিভাবকত্ব ছলে কিছুকাল মগধ রাজ্যের শাসন যন্ত্র পরিচালনা করেছিলেন। পরে তিনি সেই রাজপুত্রগণকেও হত্যা করেন এবং নিজেই সিংহাসনাভিষিক্ত হন। পুরাণের দুই শাখা মধ্যে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসর কালের ক্রমানুপঞ্জী নিয়ে যেরূপ তাৎপর্য্যপূর্ণ-বিভেদ লক্ষ্য করা যায় তা থেকে

সময়ে নন্দ বংশের স্থায়িত্বকাল রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, পরবর্ত্তীকালীন বিভ্রান্তি প্রভাবে সেই কাল পরিণত হয়েছে শুধুমাত্র মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল রূপে। এ ছাড়া হর্য্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশ তালিকায় দশম পর্য্যায়ে যেখানে এক সময়ে অভিভাবকত্ব ছলে রাজ্য শাসন হেতু উল্লেখ কবা হয়েছিল মহাপদ্ম নন্দের নাম, বর্ত্তমানে সকল পুরাণেই সেই পর্য্যায়ে পাওয়া যায় মহাপদ্ম নন্দের পরিবর্ত্তে তাঁর পিতা রূপে উল্লিখিত 'মহানন্দা' কে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল রূপে 'অষ্টাশীতি তু বর্ষাণি' বা ৮৮ বৎসরের পরিবর্ত্তে 'অষ্টবিংশতি' বর্ষাণি বা ২৮ বৎসরের উল্লেখ পাওয়া গেলেও উহা লিপি-প্রমাদ মাত্র। অষ্টাশীতি তু বর্ষাণি' ই সঠিক পাঠ।

*৫ দেখুন : The Invasion of India by Alexander by—Crindle

Political History of Ancient India—
6th Ed, (Revised) by—H. C. Rai Chowdhuri

বলা যেতে পারে যে পুরাণ মতে এই দুই বৎসর কালই হল মহাপদ্ম নন্দ কর্তৃক হর্য্যঙ্ক শৈশুনাগ বংশীয় শেষ অধিপতির পুত্রগণের অভিভাবকত্ব ছলে মগধ রাজ্য শাসন কাল। তিনি এই বংশের নবম অধিপতি নন্দিবর্দ্ধনকে হত্যা করে তাঁর পুত্রগণের অভিভাবকত্ব ছলে মগধ রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। এই কারণেই এক পুরাণ শাখা এই কালকে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ্য শাসনকাল রূপে নির্দ্দিষ্ট করা সত্ত্বেও মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক বিন্দুকে হর্য্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের অবসানকাল রূপে গ্রহণ করে এই বংশের স্থায়িত্বকাল দর্শিয়েছেন দুই শত বৎসর। আর অপর পুরাণ শাখা নন্দিবর্দ্ধনের রাজত্বাবসান বিন্দুকেই এই বংশের রাজ্যাবসান বিন্দু রূপে গ্রহণ করেছেন এবং এইভাবে এই বংশের স্থায়িত্বকাল জানিয়েছেন ১৯৮ বৎসর ও অবশিষ্ট দুই বৎসরকে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক-পূর্ব্ব রাজ্য শাসন কাল রূপে নন্দ বংশ কালের অঙ্গীভূত করেছেন। সিংহলীয় ক্রমানুপঞ্জীর অনুসরণ ও পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের সমর্থন থেকে বিশেষজ্ঞগণ অষ্টম অধিপতি কালাশোক বা কাকবর্ণকে নন্দ কর্তৃক নিহত শেষ অধিপতি রূপে গ্রহণ করলেও উপরোক্ত পুরাণ তথ্য যেরূপ প্রাচীন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, পুরাণে মহাপদ্ম নন্দের

অভিভাবকত্ব কাল যেরূপ তাৎপর্য্য মূলক ভাবে স্থান পেয়েছে ও সিংহলীয় বৌদ্ধ তথ্যের পরিবর্ত্তে পুরাণ তথ্যের সাথে আলেকজেণ্ডারের অনুচরগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্যের যেরূপ সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় তা থেকে আলোচ্য ২২ বৎসরের বিবরণ ক্ষেত্রে পুরাণ তথ্যই অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। মূল পৌরাণিক ক্রমানুপঞ্জী সিংহলীয় ক্রমানুপঞ্জী অপেক্ষা বহু প্রাচীন তো বটেই. সম্ভবতঃ উপরোক্ত গ্রীক-তথ্য অপেক্ষাও প্রাচীন। তথ্য প্রমাণ অনুসারে পুরাণের প্রথম শাখা সংকলিত হয়েছিল মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পরবর্ত্তী এক শত বৎসর কালের মধ্যে খুব সম্ভবতঃ নন্দ বংশের রাজত্বকাল মধ্যে। দ্বিতীয় শাখা সংকলিত হয়েছিল চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কালের নিকট পরবর্ত্তী সময়ে।

জৈন স্মৃতি মধ্যে বিস্তৃত কাল বিবরণ সহ হর্য্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের কোনও পূর্ণাঙ্গ ক্রমানুপঞ্জী উপস্থিত নেই। মহাবীর পরবর্ত্তী কালের যে আংশিক ক্রমানুপঞ্জী এই স্মৃতি মধ্যে পাওয়া যায় তাহা বহু পরবর্ত্তীকালীন ও নানা বিকৃতি দোষে দুষ্ট। *৬ কিন্তু 'বুদ্ধ-মহাবীর' এবং 'মহাবীর-মহাপদ্ম' কালের দূরত্ব সম্পর্কে যে চূড়ান্ত রায় এই স্মৃতি থেকে লাভ করা যায় তাই সিংহলীয় ক্রমানুপঞ্জীতে বর্ণিত 'বুদ্ধদেব

*৬ বৌদ্ধ-স্মৃতি—২য় অংশ এবং জৈন-স্মৃতি-(তৃতীয় অধ্যায়) লক্ষ্য করুন।

মহাপদ্ম' অন্তরকাল তথ্যের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। *৭ উভয় অনুসারেই 'বুদ্ধদেব-মহাপদ্ম' অধ্যায় ১৪০ বৎসর। বুদ্ধদেব যে হর্য্যঙ্ক বংশের প্রথম অধিপতি শ্রেণিক বিম্বিসার ও তাঁর পুত্র কুণিক অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন সেই সমর্থনও জৈন স্মৃতি জানিয়ে থাকে। অতএব বলা যেতে পারে যে পুরাণ ও জৈন স্মৃতির সম্মিলিত সাক্ষ্য থেকে সিংহলীয় গ্রন্থে উপস্থিত 'বিম্বিসার-মহাপদ্ম' অধ্যায়ের ক্রমানুপঞ্জী, কিছু পরিমাণ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরযোগ্য রূপেই প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

২। 'মহাপদ্ম-অশোক' ক্রমানুপঞ্জী ও বৌদ্ধ স্মৃতির বিবর্ত্তন ধারা

ক] 'মহাপদ্ম-অশোক' কালের ক্রমানুপঞ্জী ক্ষেত্রে সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থে উপস্থিত তথ্যাদি কিন্তু নিতান্তই নৈরাশ্য জনক। নানা বিকৃতি ও বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। মূল পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন স্মৃতি বিরোধ শূন্য ভাবে এই কালের যে ক্রমানুপঞ্জী দিয়ে থাকে তাঁর সাথে এই ক্রমানুপঞ্জীর বৈষম্য যে কিরূপ গভীর সে কথা উপলব্ধি করা সহজ হবে উদ্ধৃত তালিকাটি থেকে :—

---

*৭ এই আলোচনা ধারার তৃতীয় অধ্যায় (জৈন স্মৃতি) দেখুন।

	সিংহলীয় গ্রন্থে উপস্থিত বৌদ্ধ মতধারা অনুসারে	মূল ক্রমানুপঞ্জী
নন্দবংশ		
মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁর আট পুত্রের রাজত্বকাল	২২ বৎসর (খৃঃ পূঃ ৩৪৪-৩২২ অব্দ) *৮	৮৬ বৎসর (খৃঃ পূঃ ৪০৪-৩১৮ অব্দ)
মৌর্য্যবংশ		
	২৪ বৎসর (খৃঃ পূঃ ৩২২-২৯৮ অব্দ)	২৪ বৎসর (খৃঃ পূঃ ৩১৮-২৯৪ অব্দ)
বিন্দুসার	২৮ বৎসর (খৃঃ পূঃ ২৯৮-২৭০ অব্দ)	২৫ বৎসর (খৃঃ পূঃ ২৯৪ ২৬৯ অব্দ)
অশোকের 'রাজ্যলাভ-রাজ্যাভিষেক' ব্যবধান	৪ বৎসর (খৃঃপূঃ ২৭০-২৬৬ অব্দ)	এইরূপ কোন ব্যবধান নেই।
সুতরাং 'মহাপদ্ম-অশোক' অন্তরকাল	৭৮ বৎসর (খৃঃ পূঃ ৩৪৪-২৬৬ অব্দ	১৩৫ বৎসর (খৃঃ পূঃ ৪০৪-২৬৯ অব্দ

*৮ সিংহলীয় গ্রন্থে যেই বৌদ্ধ মতধারার সন্ধান পাওয়া যায় সেই মতধারা অনুসারে বৌদ্ধ স্মৃতি থেকে 'বুদ্ধ-অশোক' তারিখপঞ্জী পাওয়া যায় মূলতঃ দুই প্রকার—(১) খৃঃ পূঃ ৪৮৭-২৬৯ অব্দ (২) খৃঃ পূঃ ৪৮৪-২৬৬ অব্দ এবং এই অনুসারে 'নন্দ-অশোক' কালধারা যথাক্রমে খৃঃ পূঃ ৩৪৭-২৬৯ অব্দ এবং খৃঃ পূঃ ৩৪৪-২৬৬ অব্দ। কিন্তু

মূল ক্রমানুপঞ্জী কোন স্রোতপথে ধরে সিংহলীয় গ্রন্থে উপস্থিত মতধারায় পরিণত হয়েছে সে কথা বিচার চেষ্টা করলে জানা যায় যে ঃ—

এক] প্রথমতঃ এই মতধারায় বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কালকে ভুল করা হয়েছিল বিম্বিসারের সিংহাসনারোহণ কাল রূপে। 'বুদ্ধ-অশোক' ব্যবধানকে ভুল করা হয়েছিল 'বিম্বিসার-অশোক' ব্যবধান রূপে। এই কারণে মূল ক্রমানুপঞ্জী অনুসারে খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ যেখানে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ সেক্ষেত্রে এই মতধারা অনুসরণে এই তারিখটিকে পাওয়া যায় বিম্বিসারের সিংহাসনারোহণ তারিখ রূপে এবং বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ পাওয়া যায় এর ৬০ বৎসর পরবর্ত্তী বা খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ রূপে। মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক তারিখ যেখানে খৃঃ পূঃ ৪০৪ অব্দ; পাওয়া যায় তাঁর পরিবর্ত্তে (খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ—২০০ বৎসর কিংবা খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ—১৪০ বৎসর=) খৃঃ পূঃ ৩৪৪ অব্দ।

জৈন-স্মৃতি পর্যালোচনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এর মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্জীটিই পরবর্ত্তী কালে প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই কারণেই এখানে এইরূপ পঞ্জী দেওয়া হল এবং সিংহলীয়গ্রন্থ মধ্যে কোনও তারিখ পঞ্জীর উল্লেখ না থাকায় উহা বন্ধনী মধ্যে দেওয়া হল।

দুই] উপরোক্ত বিভ্রান্তি থেকে যদিও 'বিম্বিসার-অশোক' ব্যবধান ২৭৫ বৎসর, 'বুদ্ধ-অশোক' ব্যবধান ২১৫ বৎসর এবং 'মহাপদ্ম অশোক' ব্যবধান ৭৫ বৎসর রূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া সঙ্গত ছিল—কিন্তু পুনরায় বিন্দুসারেররাজত্ব-কাল –২৫ বৎসর নয়, ২৮ বৎসর—এইরূপ বিভ্রান্তিজনক মতবাদের উদয় হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত এই কালধারা সমূহ স্থিরীকৃত হয় যথাক্রমে ২৭৮ বৎসর, ২১৮ বৎসর এবং ৭৮ বৎসর। অশোকের রাজ্যাভিষেক কাল এই কারণে নির্দ্দিষ্ট হয় খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দের *৯ পরিবর্ত্তে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ।

তিন] আবার 'চন্দ্রগুপ্ত-অশোক' দূরত্ব ২৪+২৮ বৎসর বা ৫২ বৎসর এই হিসাব থেকে যদিও শেষ পর্য্যন্ত 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তরকাল স্থির হওয়া উচিত ছিল ৭৮—৫২= ২৬ বৎসর, কিন্তু পুনরায় অশোকের রাজ্যলাভ ও রাজ্যা-ভিষেক কালের মধ্যে চার বৎসরের ব্যবধান আছে এই জাতীয় এক ভ্রান্ত মতবাদের অনুসরণ থেকে 'চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের রাজ্যাভিষেক' দূরত্ব গ্রহণ করা হয় ৫৬ বৎসর এবং এই কারণে 'মহাপদ্ম চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর নির্দ্দিষ্ট হয় চূড়ান্ত ভাবে ৭৮—৫৬ বৎসর=২২বৎসর।

---

*৯ প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে কাল নির্দ্দেশের ব্যাপারে বৌদ্ধগণ দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এ সম্পর্কে ৮ নং পাদটীকা এবং এই অধ্যায়ের ২য় অংশ দেখুন।

খ] সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ত্তমান বৌদ্ধ মতধারায় যে তিনটি বিভ্রান্তি বা ত্রুটি দেখা যায় তাঁর মধ্যে প্রথমটি বৌদ্ধগণ পরবর্ত্তীকালে সংশোধন করে নিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁরা পুনরায় খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দকেই বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সময়ে 'বুদ্ধ-অশোক' দূরত্ব গ্রহণ করেছিলেন ২১৮+৬০ বৎসর বা ২৭৮ বৎসর, 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব ৭৮+৬০ বৎসর বা ১৩৮ বৎসর এবং 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব ২২+৬০ বৎসর বা ৮২ বৎসর। অর্থাৎ ১ নং বিভ্রান্তির পরিণতিতে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব ক্ষেত্রে যে ৬০ বৎসরের হ্রাস দেখা দিয়েছিল শুধুমাত্র সেইটুকু সংশোধন করে নিয়েছিলেন তাঁরা এই সময়ে। তাঁরা যে এইরূপ সংশোধনসহ মূল তারিখটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন এর প্রমাণ পেয়েথাকি জৈনস্মৃতি থেকে। জৈনস্মৃতি মধ্যে 'মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর কাল সম্পর্কে তিন রূপ মতধারার সন্ধান দেখা যায়। [এক] এই অন্তরকাল ১৫৫ বৎসর। [দুই] ২১৫ বৎসর। [তিন] ২১৯ বৎসর।*১০ এর মধ্যে তৃতীয়টিই হল মূল মতধারা।

---

*১০ দেখুন—Parisista Parvan—Hem Chandra
(Ed. by Jacobi)
Vichara Sreni—Merutunga
Early History of India—V. A. Smith
Ind. Ant.—Vol.XI Page-246
and Vol.XXI—Page 71

এখন ৩ নং মতধারার সাথে 'বুদ্ধ-মহাবীর' ব্যবধান রূপে ৭ বৎসর যোগ করে যেমন আমরা পৌঁছতে পারি 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' কালের ঐতিহাসিক ব্যবধান ২২৬ বৎসরে; তেমন ১ নং মতধারাটির সাথে ঐরূপ ৭ বৎসর যোগ করে আমরা পৌঁছই সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান ১৬২ বৎসরে। এই সাম্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ১ নং জৈন মতধারাটি প্রকৃতপক্ষে সিংহলীয় গ্রন্থে উপস্থিত বৌদ্ধ মতধারার সমান্তরাল। আবার আমরা লক্ষ্য করি যে খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ ও খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ বুদ্ধদেবের এই দুই পরিনির্ব্বাণ তারিখের মধ্যে যেমন ৬০ বৎসর ব্যবধান আছে তেমনি ১ ও ২ নং জৈন মতধারা মধ্যেও রয়েছে ৬০ বৎসরের ব্যবধান। অতএব বলা যায় যে ১ নং জৈন মতধারাটি—বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ এবং 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান ১৬২ বৎসর—এইরূপ বৌদ্ধ মতধারার সমান্তরাল *[১১] আর ২নং জৈন মতধারাটি—বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ এবং 'বুদ্ধ—চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান (১৬২+৬০ বৎসর বা ২১৫+৭ বৎসর=) ২২২ বৎসর—এইরূপ বৌদ্ধ মতধারার

---

*১১ এর পরে থেকে এই বৌদ্ধ মতধারাটিকে ১ নং বৌদ্ধ মতধারা রূপে উল্লেখ করা হবে।

সমান্তরাল *১২ এখন 'বুদ্ধ— চন্দ্রগুপ্ত' ও 'মহাবীর— চন্দ্রগুপ্ত' কালের ঐতিহাসিক দূরত্ব যেখানে প্রমাণ পাওয়া যায় যথাক্রমে ২২৬ বৎসর ও ২১৯ বৎসর সেক্ষেত্রে সন্দেহ থাকে না যে ২ নং বৌদ্ধ ও জৈন মতধারা দুইটি প্রকৃতপক্ষে পরবর্ত্তীকালীন মতধারা। আবার এই মতধারা দুইটি যে ১ নং মতধারা দুইটি অপেক্ষাও পরবর্ত্তী সে প্রমাণও বর্ত্তমান। আমরা লক্ষ্য করি যে বৌদ্ধগণ যেখানে ১ নং মতধারায় 'বুদ্ধ-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালধারা দিয়েছেন ১৪০+২২ বৎসর, জৈনগণ সেখানে ১ নং মতধারায় এই কালধারা দিয়েছেন ৬০+৯৫ বৎসর এবং ২ নং মতধারায় দিয়েছেন ৬০+১৫৫ বৎসর। ১ নং জৈন মতধারায় বৌদ্ধ কালপঞ্জীকে উপেক্ষা করবার কারণ হল হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্য। জৈনগণ এই শিলালিপি থেকে মহাপদ্ম-অশোক' অন্তরকাল সংগ্রহ করেছিলেন ১৪৪ বৎসর এবং তা থেকে 'চন্দ্রগুপ্ত—অশোক' অন্তরকাল রূপে ৪৯ বৎসর বাদ দিয়ে 'মহাপদ্ম—চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান সাব্যস্ত করেছিলেন ৯৫ বৎসর। *১৩ অতএব বৌদ্ধ মতধারার অনুসরণ থেকে 'মহাবীর—চন্দ্রগুপ্ত' কালের

*১২ এর পরে থেকে এই বৌদ্ধ মতধারাটিকে ২ নং বৌদ্ধ মতধারা রূপে উল্লেখ করা হবে।

*১৩ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

সাধারণ দূরত্ব ১৫৫ বৎসর রূপে গ্রহণ করলেও এই কালকে 'মহাবীর-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালধারায় রূপান্তরের বেলায় তাঁরা এই সম্পর্কিত বৌদ্ধ কালপঞ্জীকে উপেক্ষা করে এই কালধারা গ্রহণ করেছিলেন ৬০ + ৯৫ বৎসর। এক্ষেত্রে ২ নং মতধারায় 'মহাপদ্ম - চন্দ্রগুপ্ত' কাল ৯৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৯৫ + ৬০ = ১৫৫ বৎসর নির্দ্দিষ্ট করণ থেকে স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় যে ২ নং জৈন মতধারাটি ১ নং জৈন মতধারার পরবর্ত্তী। সুতরাং ২ নং বৌদ্ধ মতধারাটিও নিশ্চয়ই ১ নং বৌদ্ধ মতধারার পরবর্ত্তী। আবার ২ নং জৈন মতধারায় যখন ঐ ৬০ বৎসর কালকে' মহাপদ্ম - চন্দ্রগুপ্ত' কালের অঙ্গীভূত করা হয়েছে তখন বৌদ্ধগণও যে এইরূপই করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এক্ষেত্রে খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ তারিখটিকেই যখন বুদ্ধদেবের সঠিক পরিনির্ব্বাণ তারিখ রূপে পাওয়া যায় তখন সুনিশ্চিত ভাবেই বলা চলে যে ১ নং মতধারা থেকে ২ নং মতধারার দিকে গতি দ্বারা বৌদ্ধগণ ১ নং মতধারায় উপস্থিত তিনটি বিভ্রান্তির মধ্যে প্রথমোক্ত বিভ্রান্তিটিরই সংশোধন করেছিলেন মাত্র।

গ] দ্বিতীয় বৌদ্ধ মতধারায় 'বুদ্ধ—অশোক' ব্যবধান ২৭৮ বৎসর ও 'মহাপদ্ম—অশোক' ব্যবধান ১৩৮

বৎসর রূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকলেও, সামগ্রিক ভাবে বৌদ্ধ-স্মৃতি এই কাল যথাক্রমে ২৭৫ বৎসর ও ১৩৫ বৎসর রূপে মেনে নিতে অস্বীকার করে কিংবা এরূপ কালধারার প্রতি বৌদ্ধ-স্মৃতির কোন সমর্থন নেই এরূপ মনে করা ভুল হবে। ১ ও ২ নং বৌদ্ধ মতধারার সাথে ১ ও ২ নং জৈন মতধারার সমান্তরালতা থেকে যদিও প্রমাণ পাওয়া যায় যে বৌদ্ধগণ পরবর্ত্তী কালে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দকেই অশোকের অভিষেক তারিখ রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাহলেও, যেই তারিখটিকে অশোকের প্রকৃত অভিষেক তারিখ রূপে জানা যায় সেই খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দকেও বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে পাওয়া যায় অশোকের অন্যতম রাজ্যাভিষেক তারিখ রূপে। খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ থেকে যেমন ২৭৮ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী, খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ থেকে তেমন ২৭৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ ও খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান সূত্রেই প্রাথমিক ভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে পুরাণ জৈন-স্মৃতি ও হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্যের সাথে একমত বিশিষ্ট ভাবে বৌদ্ধ-স্মৃতিও 'বুদ্ধ-অশোক' কালের ঐতিহাসিক দূরত্ব ২৭৫ বৎসর ও 'মহাপদ্ম-অশোক' কালের ঐতিহাসিক দূরত্ব (২৭৫−১৪০ বৎসর) ১৩৫ বৎসর বলে স্বীকার করে।

ঘ] ২ নং বৌদ্ধ মতধারায় 'মহাপদ্ম—অশোক' কালের ব্যবধান গ্রহণ করা হয়েছে প্রকৃত ব্যবধান বা পুরাণ, বৌদ্ধ স্মৃতি, জৈন-স্মৃতি ও হাতিগুম্ফা শিলালিপি সমর্থিত ব্যবধান অপেক্ষা তিন বৎসর অধিক। এই আধিক্য ঐ মতধারায় গৃহীত ক্রমানুপঞ্জীর কোন বিশেষ অংশে আত্ম প্রকাশ করেছে সে বিষয় জানবার চেষ্টা করলে দেখা যায় যে এইরূপ ঘটেছে একমাত্র বিন্দুসারের রাজত্বকাল তথ্য ক্ষেত্রে। পুরাণ থেকে জানা যায়, বিন্দুসার রাজত্ব করে-ছিলেন ২৫ বৎসর। জৈন-স্মৃতি থেকেও এইরূপ তথ্যই লাভ করা যায়। সেখানে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ থেকে অশোকের রাজ্যাভিষেক ব্যবধান প্রকাশ করা হয়েছে ৪৯ বৎসর। *১৪ পুরাণ ও বৌদ্ধ-স্মৃতি এ দুই থেকেই চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল পাওয়া যায় ২৪ বৎসর। এ ক্ষেত্রে জৈন স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট 'চন্দ্রগুপ্ত-অশোক' দূরত্ব বিন্দুসারের রাজত্বকাল বিষয়ে পুরাণ তথ্যকেই সমর্থন করে থাকে। কিন্তু ১ ও ২নং বৌদ্ধ মতধারায় বিম্বিসারের রাজত্বকাল ধরা হয়েছে ২৮ বৎসর। অতএব বলা যেতে পারে যে একমাত্র এই কারণেই ২ নং মতধারায় 'বুদ্ধ-অশোক' ব্যবধান প্রকৃত কাল অপেক্ষা তিন বৎসর অধিক রূপে দেখা দিয়েছে।

---

*১৪ তৃতীয় অধ্যায় জৈন-স্মৃতি দেখুন।

আবার যখন লক্ষ্য করা যায় যে প্রকৃত তথ্য ও ২ নং বৌদ্ধ মতধারা উভয় অনুসারে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ হলেও, প্রকৃত তথ্যানুসারে যেখানে 'বুদ্ধ-অশোক' দূরত্ব ২৭৫ বৎসর ও অশোকের অভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ সেখানে বিন্দুসারের রাজত্বকাল তিন বৎসর অধিক গ্রহণ থেকে ২ নং মতধারায় 'বুদ্ধ-অশোক' দূরত্ব গ্রহণ করা হয়েছে ২৭৮ বৎসর ও অশোকের অভিষেক তারিখ স্থির করা হয়েছে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ—তখন নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করা চলে যে ঐ তিন বৎসরের আধিক্য বিভ্রান্তি থেকেই বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে 'খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ' এই ভ্রান্ত অভিষেক তারিখটির উৎপত্তি হয়েছে। ঘটনা যে প্রকৃতই এইরূপ তাহা প্রতিপন্ন হয় আরও একটি তথ্য থেকে। ঔৎসুক্যের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, অশোকের অভিষেক কাল সংক্রান্ত দুইটি তারিখই বৌদ্ধ স্মৃতি মধ্যে উপস্থিত রয়েছে 'বুদ্ধ-অশোক' অন্তরকাল ২১৮ বৎসর মতবাদের সাথে জড়িত ভাবে। পূর্ব্বেই দেখেছি, এই মতবাদটি ২য় মতধারা অপেক্ষা প্রাচীন। এই মতধারায় ১ নং বিভ্রান্তি বশতঃ যে ৬০ বৎসরের নূন্যতা দেখা দিয়েছিল তাই সংশোধন থেকেই বৌদ্ধগণ ২ নং মতধারায় পোঁছেছিলেন। অতএব ২ নং মতধারায় যে তিন বৎসরের আধিক্য ক্রটি দেখা যায়

তাহা মূলতঃ প্রকাশ পেয়েছিল এই মতবাদের মধ্যেই প্রথমে। এ থেকে বলা যেতে পারে যে এই মতবাদে যেখানে বুদ্ধ-অশোক' দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট করা সঙ্গত ছিল (২৭৫—৬০ বৎসর বা ২১৮ - ৩ বৎসর=২১৫ বৎসর), সেখানে করা হয়েছে ২১৫—৩=২১৮ বৎসর। এখন ১ নং বিভ্রান্তি থেকে স্বভাবতঃই বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল স্থির হয় (প্রকৃত কাল খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ—'বিম্বিসার-বুদ্ধ' অন্তর ৬০ বৎসর=) খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ এবং অশোকের অভিষেক কাল খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ। কিন্তু দেখা যায় যে তিন বৎসরের আধিক্য থেকে এই ব্যবধান ২১৮ বৎসর গ্রহণ ফলে এক পক্ষ অশোকের অভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ রূপে গ্রহণ করতে গিয়ে অনিবার্য্য ভাবেই বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ নির্দ্দেশে বাধ্য হয়েছেন খৃঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দ, আর অপর পক্ষ বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ খৃঃপূঃ ৪৮৪ অব্দ রূপে গ্রহণ করতে গিয়ে অশোকের অভিষেক তারিখ নির্দ্দেশে বাধ্য হয়েছেন—খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ। অর্থাৎ তিন বৎসরের আধিক্য তারিখ নির্দ্ধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করে বৌদ্ধগণকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে ফেলেছে। যে পক্ষ অশোকের অভিষেক তারিখের উপর জোর দিয়েছেন তাঁরা স্বভাবতঃই উপেক্ষা করেছেন বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখকে। আর যে পক্ষ বুদ্ধদেবের

পরিনির্ব্বাণ তারিখের উপর জোর দিয়েছেন. তাঁরা উপেক্ষা করেছেন অশোকের অভিষেক তারিখকে। অতএব এখান থেকেও আলোক পাওয়া যায় যে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ অভিষেক তারিখটির উৎপত্তি ঐ তিন বৎসরের আধিক্য থেকেই। এখানে মনে রাখতে হবে যে যদি এর বিপরীত কিছু হত; অর্থাৎ—অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ সংক্রান্ত মত বিরোধ বা বিভ্রান্তি থেকেই 'বিন্দুসারের রাজত্ব কাল ২৮ বৎসর' এই ধারণার উৎপত্তি হত, তবে অশোক সম্পর্কিত দুইটি তারিখকেই বৌদ্ধগণ সেক্ষেত্রে ২১৮ বৎসর মতবাদের সাথে জড়িত করতেন না। একমাত্র খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ তারিখটিকেই এই মতবাদের সাথে চলিত পেতাম তা হলে।

ঙ] ২১৮ বৎসর মতবাদ মধ্যে উপস্থিত এক ও দুই নং বিভ্রান্তি সংশোধন করে নিলে এবং দ্বিতীয় মতধারা থেকে তিন বৎসরের আধিক্য বাদ দিলে 'মহাপদ্ম-অশোক' কালের ক্রমানুপঞ্জী পাই আমরা এইরূপ :

নন্দবংশ

মহাপদ্ম নন্দ ও
তাঁর আট পুত্রের
রাজত্ব কাল ... ... ৮২ বৎসর

মৌর্য্যবংশ

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল	...	...	২৪ বৎসর
বিন্দুসারের রাজত্বকাল	...	...	২৫ বৎসর
অশোকের 'রাজ্যলাভ-রাজ্যাভিষেক' ব্যবধান	...	...	৪ বৎসর
সুতরাং 'মহাপদ্ম-অশোক' অন্তর কাল			১৩৫ বৎসর

হাতিগুম্ফা শিলালিপি মধ্যে ৩০০ নন্দরাজ কাল ও ১৬৫ মৌর্য্য কালের উল্লেখ থেকে আমরা শুধু এইটুকু আলোকই পেয়ে থাকি যে 'নন্দরাজ কাল' ও 'মৌর্য্য কাল' মধ্যে তথা মহাপদ্ম নন্দ ও অশোকের মধ্যে কাল ব্যবধান বর্ত্তমান ৩০০ বৎসর—১৬৫ বৎসর = ১৩৫বৎসর। এই ১৩৫ বৎসর কালের অন্তর্বর্ত্তী ক্রমানুপঞ্জী কিরূপ সে সম্পর্কে এই শিলালিপি সম্পূর্ণ নীরব। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত সংশোধিত ক্রমানুপঞ্জী যখন মহাপদ্ম ও অশোকের মধ্যে ১৩৫ বৎসরের দূরত্বই প্রকাশ করে তখন হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্যের সাথে এই ক্রমানুপঞ্জীর কোন প্রকার বিরোধ অবশ্যই নেই। কিন্তু পুরাণ ও জৈন স্মৃতির সাথে এর বিরোধ এখনও বর্ত্তমান। ঐ দুই স্মৃতিধারা অশোকের রাজ্যলাভ ও অভিষেক কাল মধ্যে কোনরূপ কাল ব্যবধান আছে এ কথা

স্বীকার করে না। নন্দবংশের স্থায়িত্ব কাল বা 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর সম্পর্কেও তাঁদের মত ভিন্ন প্রকার। এই কাল তাঁরা জানিয়ে থাকে ৮৬ বৎসর।

অশোকের রাজ্যলাভ ও অভিষেক মধ্যে কোন কাল ব্যবধান যে নেই একথা শুধু প্রাচীন পুরাণ স্মৃতি ও জৈন স্মৃতির সাক্ষ্য থেকেই প্রতিপন্ন হয় না। বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে উপস্থিত অশোকের জীবন পঞ্জীর সাথে অশোক-লিপি তথ্যের তুলনা বিচার থেকেও এই একই প্রমাণ পাওয়া যায় সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থে উপস্থিত বিবরণে দেখা যায় যে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন অভিষেকের তিন বৎসর পর। অতএব বলা যেতে পারে যে বৌদ্ধ মতে অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ কাল 'রাজ্যলাভের অষ্টম বৎসর'। কিন্তু অশোকের 'ত্রয়োদশ শিলানুশাসন' ও 'ছোট শিলানুশাসন' পাঠ থেকে আলোক পাওয়া যায় যে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুগামী হয়েছিলেন তাঁর কলিঙ্গ বিজয় যুদ্ধের পর। যে রক্তক্ষয়ী নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি কলিঙ্গ বিজয়ে সমর্থ হন তাঁর নির্ম্মমতা ও নিদারুণ বীভৎসতা এবং বিজিত দেশবাসীগণের নীরিহ নাগরিক জীবনে তাঁর করুণ প্রতিক্রিয়া তৎকালীন দিগ্বিজয় নীতির অনুগামী অশোককে গভীর ভাবে বিচলিত করে

তুলে। কৃত কর্ম্মের জন্য তাঁর মনে তীব্র অনুশোচনা জন্মে। ধর্ম্ম তৃষ্ণা ও ধর্ম্ম নীতির অনুসরণ স্পৃহা দেখা দেয়। তথাগত বুদ্ধের অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে, দিগ্বিজয় নীতির পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-বিজয় নীতির অনুগামী হন তিনি। ....ত্রয়োদশ শিলানুশাসন থেকে আরও জানা যায়—*১৫

"অঠ বষা ভিষিতষা দেবানং পিয়ষ পিয়দষিনে লাজিনে কলিগ্যা বিজিতা।"

'অষ্টম বর্ষাভিষিক্ত দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) কর্ত্তৃক কলিঙ্গগণ বিজিত হন।'

অতএব বৌদ্ধ মত অনুসারে যেই ঘটনা কাল 'রাজ্য-লাভের অষ্টম বৎসর' অশোক লিপি অনুসারে সেখানে ঐ কাল কোন ক্রমেই অভিষেকের অষ্টম বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী নয়। সুতরাং দেখা যায় যে অশোকের 'প্রকৃত' অভিষেক কাল বিন্দুকেই বৌদ্ধগণ রাজ্যলাভ বিন্দু রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং এইরূপ পন্থায় অশোকের রাজ্যলাভ ও রাজ্যাভিষেক মধ্যে চার বৎসরের মিথ্যা ব্যবধান রচনা করেছেন।

*১৫ দেখুন —অশোক-লিপি—ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন প্রণীত

বৌদ্ধগণ প্রদর্শিত অশোকের 'রাজ্যলাভ-রাজ্যাভিষেক' ব্যবধান যখন ভিত্তিহীন রূপে প্রতিপন্ন হয়--তখন বৌদ্ধ-স্মৃতি সূত্রেও 'চন্দ্রগুপ্ত-অশোক' কাল ব্যবধান পাই আমরা পুরাণ ও জৈন তথ্যানুরূপ সেই ২৪+২৫ বৎসর বা ৪৯ বৎসর এবং এই কারণ থেকে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কাল ব্যবধানও পাই শেষ পর্য্যন্ত ১৩৫—৪৯ বৎসর বা ৮৬ বৎসর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্য

বৌদ্ধ-স্মৃতি সম্পর্কে আলোচনা কালে একবার জানানো হয়েছে যে হাতিগুম্ফা শিলালিপি মধ্যে উপস্থিত তথ্যাদি অনুসারে 'মহাপদ্ম-অশোক' অন্তরকাল ১৩৫ বৎসর। পুনরায় জানানো হয়েছে যে 'মহাপদ্ম-অশোক' কাল দূরত্ব ১৪৪ বৎসর এবং 'মহাপদ্ম—চন্দ্রগুপ্ত' কাল দূরত্ব ৯৫ বৎসর এইরূপ তথ্য ১ নং জৈন মতধারা মধ্যে জৈনগণ স্থান দিয়েছিলেন উপরোক্ত শিলালিপিরই অনসরণ থেকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহল যেক্ষেত্রে স্থির—-নিশ্চয় যে ঐ শিলালিপি মধ্যে ১০৩ অথবা ৩০০ নন্দরাজ কাল-এর উল্লেখ থাকলেও ১৬৫ মৌর্য্যকালের কোন উল্লেখ নেই; ডঃ জয়-সোয়াল ৩০০ নন্দরাজ কাল ও ১৬৫ মৌর্য্যকালের একত্র উপস্থিতির সপক্ষে যেই পাঠ একদা দিয়েছিলেন তাঁকে পরবর্ত্তী কালে 'ভুল পাঠ' বলে নিজেই যখন তিনি খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করেছেন; তখন ঐ শিলালিপি 'মহাপদ্ম-অশোক' ব্যবধান ১৩৫ বৎসর রূপে-ইবা প্রকাশ

করে কি ভাবে, আর জৈনগণের পক্ষে-ইবা ঐ শিলালিপি থেকে 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব ১৪৭ বৎসর সংগ্রহ সম্ভব হল কি ভাবে ?

ডঃ জয়সোয়াল তাঁর পাঠকে ভুল' আখ্যা দিয়ে প্রত্যাহার করে নিলেও যখন দেখা যায় যে ঐ 'ভুল' পাঠ নন্দরাজা ও মৌর্য্য কালের মধ্যে যে দুই প্রকার দূরত্বের সম্ভাবনা ব্যক্ত করে ঠিক সেই দুই প্রকার দূরত্ব তথ্যই নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ ও পৃথিবী খ্যাত মৌর্য্য সম্রাট অশোকের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব রূপে স্মৃতি ভাণ্ডার মধ্যে উপস্থিত, তখন স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় যে তিনি বিপথ চালিত হয়েই তাঁর ঐ পাঠকে ঐ ভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তিনি নিজে এবং তাঁর ঐ পাঠের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারীগণ যদি সতর্কতা সাথে পুরাণ, বৌদ্ধ-স্মৃতি ও জৈন-স্মৃতি বিচার চেষ্টায় মন দিতেন তবে পরিস্থিতি অবশ্যই ভিন্ন প্রকার হত। পাঠের যথার্থতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন, কোন সন্দেহই দেখা দিত না তাহলে। একখানি শিলালিপির পাঠকে 'ভুল' পাঠ বলে নাকচ করে দেবার পূর্ব্বে ঐরূপ বিচার চেষ্টায় মন দেওয়া তাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐতিহাসিকের সেই পবিত্র দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালন না করেই

সকলে ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমর্থন করেছেন এবং করে চলেছেন *১৬

এক নং জৈন মতধারা থেকে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তরকাল ৯৫ বৎসর ও 'মহাপদ্ম-অশোক' অন্তরকাল ১২৪ বৎসর পাওয়া গেলেও তিন নং জৈন মতধারা, পুরাণ এবং বৌদ্ধ-স্মৃতি কিন্তু এইরূপ দূরত্ব কথা স্বীকার বা সমর্থন করে না। এই কারণে সিদ্ধান্ত করা চলে যে 'মহাপদ্ম-অশোক' কালের প্রকৃত দূরত্ব ১৪৪ বৎসর নয়, ১৩৫ বৎসর। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সপক্ষে আরও দুইটি তথ্য বর্তমান। প্রথমটি হল—পুরাণ তথ্যের প্রাচীনত্ব। পুরাণ তথ্য

---

*১৬ এই শিলালিপির বিভিন্ন পাঠ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ দেখুন—

Corpus Inscriptionum Indicarum—
Vol.-I, 1877.

Proceedings of the International congress of Orientalists—Leyde 1884.

J B. O. R. S—1918 (Dec 1917), 1927, 1928.

J. R. A. S—1910, 1918 and 1919.

Acta orientalia—No. 1, 1923.

Ep. Indica—Vol-X and XX.

Ind. Ant. 1919 and 1920

Selected Inscriptions—Dr. D. C. Sircar.

Political History of Ancient India—
Dr. H. C. Raichowdhuri.

সন্দেহাতীত ভাবে হাতিগুম্ফা শিলালিপি অপেক্ষা প্রাচীন। দ্বিতীয়টি হল—এক নং জৈন মতধারার অপ্রাচীনত্ব ও বিভ্রান্তিপূর্ণ এক নং বৌদ্ধ মতধারার সাথে তার সমান্তরালত্ব।

উপরোক্ত কারণ সমূহ থেকে এক নং জৈন মতধারা মধ্যে উপস্থিত 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব তথ্যকে অনৈতিহাসিক রূপে রায় দেওয়া গেলেও ঐ তথ্য যে হাতিগুম্ফা শিলালিপির সাথে সম্পর্ক শূন্য এরূপ সিদ্ধান্ত কিন্তু করা চলে না। কারণ এই দূরত্ব তথ্যের সাথে শিলালিপি তথ্যের সামঞ্জস্য বাহ্যতঃ ভাবে মূল স্মৃতি তথ্যাদি অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর। মূল স্মৃতি তথ্যাদির সাক্ষ্য থেকে প্রতিপন্ন হয় যে ৩০০ নন্দরাজ কাল এবং ১৬৫ মৌর্য্যকাল একই বৎসর এবং এই বৎসরটি শিলালিপির উৎকীর্ণ কাল। শিলালিপি খানিতে মহামেঘবাহন খারবেলের ত্রয়োদশ (রাজত্ব) বৎসর পর্য্যন্ত কালের বিবরণ ধারাবাহিক ভাবে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। সুতরাং শিলালিপিখানির উৎকীর্ণ তারিখ একধারে যেমন ৩০০ নন্দরাজ কাল ও ১৬৫ মৌর্য্যকাল, অন্যধারে তেমন মহামেঘবাহন খারবেলের ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ বৎসর. কিন্তু কৌতূহলের বিষয়—১৬৫ মৌর্য্য কালের উল্লেখ শিলালিপি-বিবরণের শেষ ভাগ দিকে করা হয়ে থাকলেও নন্দরাজাকে তিনশত বৎসর পূর্ব্বকালীন

রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে মহামেঘবাহন খারবেলের পঞ্চম বৎসরের বিবরণ প্রসঙ্গে। অতএব শিলালিপি পাঠ থেকে প্রধানতঃ এইরূপ ধারণাই জন্মায় যে ৩০০ নন্দরাজ কাল মহামেঘবাহন খারবেলের পঞ্চম বৎসর। বিশেষজ্ঞগণও ঠিক এইরূপ ভুল ধারণাই গ্রহণ করে এসেছেন এ যাবৎ। এই ধারণার বশবর্ত্তী হলে এইরূপ সিদ্ধান্তেই অনিবার্য্য ভাবে উপনীত হতে হয় যে শিলালিপিখানি উৎকীর্ণ হয়েছিল ৩০৮ কিংবা ৩০৯ নন্দরাজ কালে এবং এই ৩০৮ কিংবা ৩০৯ নন্দরাজ কালই ১৬৫ মৌর্য্যকালের সমান। সুতরাং শিলালিপি পাঠ থেকে 'নন্দরাজ-মৌর্য্যকাল' ব্যবধান ধারণা পাওয়া যায় সাধারণতঃ (৩০৮-১৬৫) ১৪৩ কিংবা ১৪৪ বৎসর। এক নং জৈন মতধারা শেষোক্ত দূরত্ব কথাই ঘোষণা করে। অতএব, শিলালিপি তথ্যের সাথে অতি ঘনিষ্ঠ বাহ্যিক সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও ঐ মতধারায় ঘোষিত দূরত্ব যখন ঐতিহাসিক নয়, তখন ঐ দূরত্ব শিলালিপি তথ্যের উপরোক্ত রূপ ব্যাখ্যা ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়ে ঐ মতধারা মধ্যে স্থান পেয়েছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এক নং জৈন মতধারাটি সব কিছু সত্ত্বেও বিভ্রান্তি পূর্ণ এক নং বৌদ্ধ মতধারার অনুসরণ দ্বারা

প্রবর্ত্তিত। এক্ষেত্রে যদি এই দূরত্ব তথ্য কোনও এক বিশেষ নির্ভরযোগ্য স্থান থেকে জৈনগণ সংগ্রহ না করতেন এবং সেই হেতু সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলে ধারণায় না আসতেন তবে নিশ্চয়ই সেরূপ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ক্রমানুপঞ্জীকে উপেক্ষা করে এইরূপ দূরত্ব তথ্যকে ঐ মতধারা মধ্যে স্থান দিতে উদ্যোগী হতেন না বা এই দূরত্ব তথ্য ভিত্তিতে বৌদ্ধ ক্রমানুপঞ্জীকে উপেক্ষা করতে সাহসী হতেন না। সুতরাং এই বিচার কোণ থেকেও সিদ্ধান্ত করা চলে যে শিলালিপিখানি পাঠ থেকেই জৈনগণ এইরূপ দূরত্ব তথ্যে উপনীত হয়েছিলেন। প্রকৃত ঘটনা যে ঠিক এইরূপই তাঁর অপর এক সমর্থন মেলে এক ও দুই নং জৈন মতধারায় ব্যক্ত পূর্ণাঙ্গ ক্রমানুপঞ্জী মধ্যে মহামেঘবাহন খারবেলের উপস্থিতি থেকে। এই ক্রমানুপঞ্জী মধ্যে তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় মহাপদ্ম নন্দ থেকে (৩০০—৫ বৎসর বা ৩০৯—১৪ বৎসর=) ২৯৫ বৎসর এবং অশোক থেকে (১৬৫—১৪ বৎসর=) ১৫১ বৎসর ব্যবধানে। এইরূপ ব্যবধানে তাঁকে স্থাপনা করা সম্ভব একমাত্র হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্যের উপরোক্ত রূপ ব্যাখ্যা থেকেই।

জৈনগণ শিলালিপি তথ্যের যেই ব্যাখ্যা আমাদের দিয়েছেন একদিক থেকে তাহা বিভ্রান্তি যুক্ত হলেও অন্য

কয়েক দিক থেকে কিন্তু অতি বিশেষ ভাবে মূল্যবান। শিলালিপি মধ্যে ১৬৫ মৌর্য্য কালের উল্লেখ থাকা সম্পূর্ণ তথ্য সম্মত এরূপ আলোক মূল স্মৃতি তথ্যাদি সূত্রে পাওয়া গেলেও, প্রকৃতই যে ঐ তারিখটির উল্লেখ শিলালিপি মধ্যে রয়েছে তাঁর সুনিশ্চিত প্রমাণ লাভ করা যায় একমাত্র এই জৈন ব্যাখ্যা থেকেই। শিলালিপি মধ্যে যদি ঐ তারিখটির উল্লেখ না থাকত তবে জৈনগণের পক্ষে কোন ক্রমেই এইরূপ তথ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হত না যে 'মহাপদ্ম-অশোক' অন্তরকাল ১৪৪ বৎসর। পুনরায় শিলালিপিখানি যে কলিঙ্গ রাজ মহামেঘবাহন খারবেলের চতুর্দ্দশ বৎসরে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল সে আলোকও প্রধানতঃ এই জৈন ব্যাখ্যা থেকেই পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ এ যাবৎ এখানির উৎকীর্ণ কাল ত্রয়োদশ বৎসর বলেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে এসেছেন মুখ্যতঃ। সুতরাং এই জৈন ব্যাখ্যা মহামেঘবাহন খারবেলের সঠিক তারিখ নিরূপণ ক্ষেত্রেও আমাদের বিশেষ সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়া নন্দরাজ কালের স্থির বিন্দু যে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক বৎসর এবং মৌর্য্যকালের স্থির বিন্দু সম্রাট অশোকের অভিষেক বৎসর সে বিষয়েও এই জৈন ব্যাখ্যা আমাদের সুনিশ্চিত করে।

'মহাপদ্ম-অশোক' ও মহাপদ্ম-খারবেল' কাল দূরত্ব নির্দ্ধারণে জৈন ব্যাখ্যায় যে বিভ্রান্তি দেখা যায় ঐ জন্ম কিন্তু জৈনগণকে বিশেষভাবে দায়ী করা চলে না। এ হয়ত ঠিক যে তাঁরা যদি যথেষ্ট সতর্কতার সাথে তাঁদের ব্যাখ্যার সত্যাসত্য যাচাই চেষ্টা করতেন তবে হয়ত এমন ভুল ঘটত না। কিন্তু তবুও ঐ জন্য মূল ভাবে দায়ী হলেন তিনিই, যিনি রচনা করেছিলেন এই শিলা-লিপিতে উৎকীর্ণ বিবরণ ধারা। মূল স্মৃতি তথ্যাদির রায় থেকে প্রতিপন্ন হয় যে ঐ বিবরণ ধারা প্রকৃতপক্ষে রচিত হয়েছিল শিলালিপিখানির উৎকীর্ণ তারিখের জবানীতে। এই কারণেই 'নন্দরাজা—শিলালিপি উৎকীর্ণ কাল' দূরত্ব স্থান পেয়েছে রাজা খারবেলের পঞ্চম বৎসরের বিবরণ মধ্যে। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান কালে এইরূপ রচনা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ কোন ক্রমেই প্রশংসনীয় নয়। এ অবশ্যই এক ত্রুটি পূর্ণ রচনা পদ্ধতি।

তৃতীয় অধ্যায়

জৈন-স্মৃতি

এক— 'বুদ্ধদেব-মহাবীর' পরিনির্ব্বাণ ব্যবধান

মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল সম্পর্কে জৈন-স্মৃতি মধ্যে যে তিনটি বিভিন্ন মতধারার সন্ধান রয়েছে সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই তিনটি মতধারা হল— ১] চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ১৫৫ অব্দ ২] চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ২১৫ অব্দ ৩] চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ২১৯ অব্দ। এর মধ্যে প্রথম দুইটি মতধারা যে পরবর্ত্তী-কালীন ও প্রমাদপূর্ণ বৌদ্ধ মতধারার অনুসরণ দ্বারা প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধস্মৃতি আলোচনা কালে সে প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে।*১৭ জৈনগণ এই দুইটি মতধারা প্রবর্ত্তন করে-ছিলেন যথাক্রমে এক ও দুই নং বৌদ্ধ মতধারার অনুসরণ থেকে। দুই নং মতধারাটি আবার এক নং মতধারার সম্প্রসারিত রূপ। যাই হোক, ঐ দুই বৌদ্ধ মতধারায় যেখানে 'বুদ্ধদেব-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে ১৬২ বৎসর ও ২২২ বৎসর, জৈনগণ সেখানে এই দুই মতধারায় 'মহাবীর-

---

*১৭ দেখুন—১ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা—১১-১৩

চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান গ্রহণ করেছেন ১৫৫ বৎসর ও ২১৫ বৎসর। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল গ্রহণ করা হয়েছে বুদ্ধদেবের ৭ বৎসর পরবর্ত্তী রূপে বা বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে মহাবীরের ৭ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে। যদি এই ব্যবধান সত্য হয় তবে বৌদ্ধ স্মৃতির চূড়ান্ত রায় যেখানে 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব ১৪০+৮৫বৎসর বা ২২৬ বৎসর বলে প্রকাশ করে সেখানে মূল জৈন-স্মৃতির রায় অনুসারে 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব আশা করা যেতে পারে নিশ্চয়ই ২২৬ —৭ বৎসর=২১৯ বৎসর। কিংবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে এক ও দুই নং জৈন মতধারা যখন মূল মতধারা নয় তখন মূল রূপে অবশিষ্ট থাকে একমাত্র তৃতীয় মতধারাটি। সুতরাং এই মতধারাটিই যদি প্রকৃত বা মূল জৈন মতধারা হয় এবং মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল প্রকৃতই বুদ্ধদেবের ৭ বৎসর পরবর্ত্তী হয় তবে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল নিশ্চয়ই চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ২১৯+৭ বৎসর=চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ২২৬ অব্দ। লক্ষ্যণীয়—এই হিসাব ক্ষেত্রে বৌদ্ধ স্মৃতির চূড়ান্ত রায় এবং তিন নং জৈন মতধারা মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। উভয়েই পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়।

অতএব বলা যেতে পারে যে মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল অবিসম্বাদিত ভাবে বুদ্ধদেবের ৭ বৎসর পরবর্ত্তী।

দুই—মহাবীর-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত কালধারা

ক] 'মহাবীর-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালক্রম সম্পর্কে এক নং ও দুই নং জৈন মতধারায় যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায়না এক নং মতধারায় এই কাল বলা হয়েছে ৬০ বৎসর+৯৫ বৎসর। হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্য প্রসঙ্গ আলোচনা সময়ে দেখেছি যে 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব ১৪৪ বৎসর এই তথ্য বিভ্রান্তি-মূলক। সুতরাং 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালের সঠিক দূরত্ব ১৪৪—৪৯ বৎসর বা ৯৫ বৎসর হওয়া সম্ভব নয়। হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্যের তথা কথিত ব্যাখ্যা সাহায্যেই জৈনগণ এইরূপ দূরত্বে উপনীত হয়েছিলেন মাত্র। প্রাচীন পুরাণ—স্মৃতি এবং বৌদ্ধ-স্মৃতি ও তিন নং জৈন মতধারা অনুসারে এই কাল ১৩৫—৪৯বৎসর বা ৮৬ বৎসর। অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব এক নং জৈন মতধারা অনুরূপ ১৫৫ বৎসর সেক্ষেত্রে 'মহাবীর মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালধারা অবশ্যই ৬৯ বৎসর+৮৬ বৎসর কিন্তু 'মহাবীর মহাপদ্ম' ব্যবধান ৬০ বা ৬৯ বৎসর এবং বুদ্ধদেব-মহাপদ্ম' ব্যবধান ৬৭ বা ৭৬ বৎসর এইরূপ স্বীকার করে নিতেও বাধা

আছে। বৌদ্ধ স্মৃতি অনুসারে বুদ্ধদেব ছিলেন হর্য্যঙ্ক বংশীয় প্রথম অধিপতি বিম্বিসার ও তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর সমসাময়িক। অজাতশত্রুর রাজত্বকালের অষ্টম বৎসরে তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। জৈনগণও মহাবীরকে বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সমসাময়িক রূপে বর্ণনা করে থাকেন। এ ছাড়াও দেখেছি, জৈনমতে মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল বুদ্ধদেবের ৭ বৎসর পরবর্ত্তী। অতএব বুদ্ধদেব সম্পর্কিত উপরোক্ত বৌদ্ধ-স্মৃতিকে জৈনগণ প্রকারান্তরে সঠিক বলে সমর্থন জানিয়ে থাকেন। এরূপ অবস্থায় বৌদ্ধ-স্মৃতি ও পুরাণের সম্মিলিত সাক্ষ্য থেকে যখন স্থির নিশ্চয় হওয়া যায় যে বিম্বিসারের সিংহাসনারোহণ কাল নন্দাভিষেক পূর্ব্ব ২০০ অব্দ, তখন বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল 'নন্দাভিষেক পূর্ব্ব ১৪০ অব্দ' এই বৌদ্ধ তথ্যের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার বা এই দূরত্বকে তদপেক্ষা ন্যূন, বিশেষভাবে নন্দাভিষেক পূর্ব্ব ৬৭ বা ৭৬ অব্দ রূপে মনে করবার মত কোন কারণ আদৌ দেখা যায় না। তিন নং জৈন মতধারাটিও এইরূপ ধারণা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। সুতরাং মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল নন্দাভিষেক পূর্ব্ব ৬০ বা ৬৭ অব্দ কিংবা চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ১৫৫ অব্দ, অথবা 'মহাবীর-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালধারা ৬০ বৎসর +

৯৫ বৎসর বা ৬৭ বৎসর +৮৬ বৎসর এই জাতীয় মতবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়।

আলোচ্য জৈন মতধারায় 'মহাবীর-মহাপদ্ম' কাল (১৪০ বৎসর —৭ বৎসর = ১৩৩ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৬০ বৎসর রূপে গ্রহণ করবার পশ্চাতে যুগপৎ ভাবে দুইটি কারণ বর্ত্তমান। এক — জৈন স্মৃতি ভাণ্ডারে, বিশেষতঃ এই জৈন মতধারার প্রবর্ত্তকগণের তথ্য ভাণ্ডারে স্বাধীন ভাবে কিংবা বৌদ্ধ-স্মৃতির প্রতি নির্ভর শূন্য ভাবে 'মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত' কাল দূরত্ব নির্দ্ধারণ করবার মত উপযুক্ত তথ্য উপাদানের অনুপস্থিতি। এক মাত্র এই কারণেই জৈনগণ শেষ পর্য্যন্ত অতি হাস্যকর ভাবে বৌদ্ধ স্মৃতির প্রতি আস্থা দেখিয়ে এক নং বৌদ্ধ মতধারার অনুবর্ত্তী ভাবে আলোচ্য মতধারায় 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত কাল দূরত্ব গ্রহণ করেছেন ১৫৫ বৎসর। দুই— হাতিগুম্ফা শিলালিপি মধ্যে সূচিত 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব তথ্য। এই শিলালিপি পাঠ থেকে 'মহাপদ্ম-অশোক কাল ব্যবধান ১৪৪ বৎসররূপে ধারণা লাভ করায় এবং তা থেকে আপন স্মৃতি ভাণ্ডার মধ্যে উপস্থিত 'চন্দ্রগুপ্ত-অশোক' দূরত্ব ৪৯ বৎসর বিয়োগ পরে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর রূপে ৯৫ বৎসর লাভ করায় তাঁরা স্থির নিশ্চয় হয়েছিলেন যে বৌদ্ধ মতধারায় নির্দ্দিষ্ট 'মহাপদ্ম-

চন্দ্রগুপ্ত' কালতথ্য সঠিক নয। এক্ষেত্রে আলোচ্য মতধারার প্রবর্ত্তকগণের নিকট যদি স্বাধীন ভাবে 'মহাবীর-মহাপদ্ম' কিংবা 'মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব নির্দ্ধারণ উপযুক্ত তথ্যাদি উপস্থিত থা ত তবে তাঁরা মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত' কাল সাব্যস্ত করতেন—হয় ১৩৩+৯৫=২২৮ বৎসর নতুবা ১২৪+৯৫=২১৯ বৎসর (কারণ 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' কালের সঠিক দূরত্ব ২১৯ বৎসর)। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না থাকায় বৌদ্ধ-স্মৃতির প্রতি আস্থা স্থাপনায় বাধ্য হয়ে এক নং বৌদ্ধ মতধারার অনুবর্ত্তী ভাবে 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' কাল সাব্যস্ত করলেন তাঁরা ১৫৫ বৎসর এবং এ থেকে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত অন্তর রূপে ৯৫ বৎসর বাদ দিয়ে 'মহাবীর-মহাপদ্ম' অন্তর নির্দ্দিষ্ট করলেন অবশিষ্ট ৬০ বৎসর।

দুই নং জৈন মতধারায় 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' কাল ২১৫ বৎসরকে 'মহাবীর-মহাপদ্ম চন্দ্রগুপ্ত কালধারায় বিভক্ত করা হয়েছে ৬০+১৫৫ বৎসর রূপে। অর্থাৎ এই মতধারায় 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তরকাল ৬০ বৎসর অধিক গ্রহণ করা হলেও, এক নং জৈন মতধারায় নির্দ্দিষ্ট 'মহাপদ্ম চন্দ্রগুপ্ত' কাল ৯৫ বৎসরের সাথে ঐ ৬০ বৎসর যুক্ত করে এই মতধারায় ঐ কাল দূরত্ব দেখান হয়েছে ১৫৫ বৎসর। যেই দূরত্ব হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্য অবলম্বনে নির্দ্দিষ্ট

হয়েছিল, যেই দূরত্ব তথ্য ভিত্তিতে এক নং বৌদ্ধ মতধারায় নির্দ্দিষ্ট 'বুদ্ধ-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালক্রম পঞ্জীকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, সেই দূরত্ব তথ্যই দুই নং জৈন মতধারায় উপেক্ষিত, বিকৃতা এক্ষেত্রে 'জৈন-স্মৃতি' রূপে এই মত-ধারাটির উপর কোনরূপ গুরুত্ব বা সম্মান আরোপ করা মূর্খতা মাত্র।

পূর্ব্বেই আমরা জেনেছি যে এই মতধারাটি দুই নং বৌদ্ধ মতধারার সমান্তরাল। সুতরাং বলা যেতে পারে যে এক নং বৌদ্ধ মতধারা মধ্যে উপস্থিত এক নং বিভ্রান্তি সংশোধন দ্বারা 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর ২২+৬০ বৎসর =৮২ বৎসর নির্দ্ধারণ সহকারে বৌদ্ধগণ যখন দুই নং মতধারার প্রতি গতি করেন তখন জৈনগণ তাঁদের অন্ধ অনুকরণ থেকেই এক নং জৈন মতধারায় নির্দ্দিষ্ট মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কাল ৯৫ বৎসরকে ৯৫+৬০ বৎসর=১৫৫ বৎসরে রূপান্তরিত করে দুই নং জৈন মতধারার প্রতি গতি করেন।

খ] এক ও দুই নং মতধারা দুইটি মূল জৈন মতধারা রূপে আখ্যা লাভের অযোগ্য হলেও তিন নং মতধারাটির বেলায় কিন্তু সেকথা বলা চলে না।

'বুদ্ধ-মহাবীর পরিনির্ব্বাণ' অন্তর পর্যালোচনা কালে লক্ষ্য করেছি যে 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর বিষয়ে বৌদ্ধ-স্মৃতির চূড়ান্ত রায় সঙ্গে এই জৈন মতধারাটি সম্পূর্ণ সঙ্গতি সম্পন্ন। 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' কালের ঐতিহাসিক দূরত্ব ১৪০+৮৬ বৎসর = ২২৬ বৎসর অনুসারে 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব হওয়া সঙ্গত ১৩৩+৮৬ বৎসর = ২১৯ বৎসর। তিন নং জৈন মতধারাটি ঠিক এই ২১৯ বৎসর ব্যবধান কথাই আমাদের জানিয়ে থাকে।

তিন নং জৈন মতধারাকে কেন্দ্র করে একমাত্র প্রশ্ন দেখা দেয় এই যে এই মতধারা অনুসারে মহাবীর-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালধারা ১৩৩+৮৬ বৎসর = ২১৯ বৎসর কিংবা ১২৪+৯৫ বৎসর = ২১৯ বৎসর ? এখানে দ্বিতীয় প্রকার ধারণার অনুকূলে রায় দেওয়ার মত কোন সঙ্গত কারণই চোখে পড়ে না। প্রথমতঃ এই জৈন মতধারাটির সাথে এরূপ কোন ক্রমানুপঞ্জী যে সত্যই প্রচলিত রয়েছে—এরূপ সন্ধান নেই। প্রকৃত কথা বলতে কি এই মতধারাটির সাথে কোন প্রকার ক্রমানুপঞ্জীই আমরা প্রচলিত পাই না বর্ত্তমানে। এ সত্ত্বে যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করেও নেওয়া যায় যে ঐ প্রকার এক ক্রমানুপঞ্জী সত্যই এই মত-ধারাটির সাথে প্রচলিত রয়েছে, কিংবা প্রকৃতই একদিন

অনুরূপ সন্ধান লাভ করা যায়—তাহলেও আমরা শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ সিদ্ধান্তে স্থায়ী হতে বাধ্য যে জৈনগণ এই মতধারাটির সাথে ঐ জাতীয় ক্রমানুপঞ্জী যুক্ত করেছেন পরবর্ত্তী কোনও সময়ে, হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্যের তথাকথিত ব্যাখ্যার অনুসরণ থেকে। নতুবা বাস্তব ক্ষেত্রে অনুরূপ ক্রমানুপঞ্জী এই মতধারার মূল ক্রমানুপঞ্জী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। একমাত্র পুরাণ তথ্যই তাঁর প্রাচীনত্ব দ্বারা এ তথ্য সুন্দর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান আদৌ ৯৫ বৎসর নয়, ৮৬ বৎসর। এবং এই কারণে 'মহাবীর-মহাপদ্ম' অন্তর কালও ১২৪ বৎসর হওয়া সম্ভব নয়, হওয়া সম্ভব ১৩৩ বৎসর। পুরাণ সমূহ মধ্যে, বিশেষতঃ 'দ্বিতীয় শাখা'-র অনুবর্ত্তী পুরাণ সমূহ মধ্যে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব তথ্য যেরূপ ভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দ্বিতীয় পুরাণ মধ্যে এই তথ্য স্থান পেয়েছিল চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণের অতি অল্পকাল পরেই। এই পুরাণে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বিন্দুকেই গ্রহণ করা হয়েছে পৌরাণিক যুগ-গণনা তথা ক্রমানুপঞ্জীর মূল স্থির বিন্দু রূপে। আর বৌদ্ধ-স্মৃতিও যে পুরাণ স্মৃতির সম্পূর্ণ সপক্ষে এবং হাতিগুম্ফা শিলালিপি-তথ্যও পুরাণ স্মৃতির বিরুদ্ধবাদী নয়—এ আমরা পূর্ব্বেই

দেখেছি অতএব এ ক্ষেত্রে তিন নং জৈন মতধারাটিকে পুরাণ ও বৌদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধবাদী রূপে গ্রহণ করবার কোন অর্থ হয়না কিংবা ঐরূপ গ্রহণের পশ্চাতে কোন সুসঙ্গত কারণ, যুক্তি বা তথ্য প্রমাণও উপস্থিত দেখা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত যখন আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে 'মহাবীর-মহাপদ্ম' অন্তরকাল ১৩৩ বৎসর, 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তরকাল ৮৬ বৎসর এবং এই কারণে 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' কাল দূরত্ব ১৩৩+৮৬ বৎসর=২১৯ বৎসর, তখন তিন নং জৈন মতধারা—যা শেষোক্ত দূরত্ব ২১৯ বৎসর বলেই প্রকাশ করে—তাকে 'মহাবীর-মহাপদ্ম' ও 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর ক্ষেত্রে ১৩৩ বৎসর ও ৮৬ বৎসর ক্রমের বিরুদ্ধবাদী রূপে আখ্যা দেওয়া সম্ভব কি ভাবে?

তিন—'চন্দ্রগুপ্ত-অশোক' কাল ব্যবধান

জৈনগণ এক ও দুই নং মতধারায় 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' কালের সাধারণ দূরত্ব ক্ষেত্রে এক ও দুই নং বৌদ্ধ মত-ধারার অন্ধ অনুসরণ করে থাকলেও, 'চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের রাজ্যাভিষেক' ব্যবধানের বেলায় ঐ বৌদ্ধ মতধারা দুইটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এই কাল যে ৫৬ বৎসরের পরিবর্তে ৪৯ বৎসর রূপে গ্রহণ করেছে, এবং পুনরায়, হাতিগুম্ফা

শিলালিপি তথ্যের তথাকথিত ব্যাখ্যা সূত্রে সংগৃহীত 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব ১৪৪ বৎসর থেকে ৪৯ বৎসর বিয়োগ দিয়েই যে 'মহাপদ্ম চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান ৯৫ বৎসরে উপনীত হয়েছে সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু তাঁরা যে প্রকৃতই এরূপ করেছিল তার প্রমাণ পাই কি ভাবে? আমরা লক্ষ্য করি যে এক ও দুই নং জৈন মতধারা যে দুই বৌদ্ধ মতধারার সমান্তরাল সেই দুই বৌদ্ধ মতধারা অনুসারে অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ এবং চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ তারিখ খৃঃ পূঃ ৩২২ অব্দ হলেও জৈনগণ তাদের ঐ দুই মতধারায় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল গ্রহণ করেছিলেন প্রকৃত পক্ষে খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দ খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ অপেক্ষা ৪৯ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব ঐ কালনির্দ্দেশ থেকেই প্রথমে সংকেত পাই যে জৈন অভিমতে চন্দ্রগুপ্ত থেকে অশোকের রাজ্যাভিষেক ব্যবধান ৪৯ বৎসর।

বর্ত্তমানে জৈনগণ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল নির্দ্দিষ্ট করে থাকেন বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ২৫৫ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৩১৩ অব্দ এবং এইভাবে এক নং মতধারায় মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল নির্দ্দিষ্ট করা হয়ে থাকে বিক্রমাব্দ

পূর্ব্ব (১৫৫+২৫৫ বৎসর=) ৪১০ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৪৬৮ অব্দ এবং দুই নং মতধারায় বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব (২১৫+২৫৫ বৎসর=) ৪৭০ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৫২৮ অব্দ। কিন্তু আদিভাগে যে তাঁরা চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ২৫৭ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দ রূপে নির্দ্দিষ্ট করেছিলেন এবং এই ভাবে এক নং মতধারায় মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ তারিখ নির্দ্ধারণ করেছিলেন বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৪১২ সংবৎর বা খৃঃ পূঃ ৪৭০ অব্দ এবং দুই নং মতধারায় বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৪৭২ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৫৩ অব্দ এর প্রমাণ পাই আমরা মৈশূরের জৈন সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত পরিনির্ব্বাণ তারিখ সূত্রে। তারা মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল জানিয়ে থাকেন— বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৬০৭ সংবৎসর। বিশেষজ্ঞগণ মত পোষণ করেন যে এই তারিখটি মূলতঃ শকাব্দ পূর্ব্ব ৬০৭ সংবৎসর, কিন্তু বিভ্রান্তি থেকে কালক্রমে বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব তারিখে পরিণত হয়েছে *১৮ শকাব্দ পূর্ব্ব ৬০৭ সংবৎসর বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৪৭২ সংবৎসর তথা খৃঃ পূঃ ৫৩০ অব্দের সমান। অতএব সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে দুই নং মতধারায় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল প্রকৃত পক্ষে

*১৮ দেখুন—Ind· Ant.—Vol· II. Page-140

বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব (৪৭২—২১৫ বৎসর =) ২৫৭ সংবৎসর বা খৃঃপূঃ ৩১৫অব্দ। দুই নং মতধারাটি এক নং জৈন মতধারার সম্প্রসারিত রূপ। সুতরাং দুই নং মতধারায় যখন চন্দ্রগুপ্তকে ঐ রূপ তারিখে স্থাপনা করা হয়েছিল বলে জানা যায়, তখন এক নং মতধারায় এর বিপরীত কিছু হয়েছিল এরূপ সমর্থন করা চলে না।

জৈনগণ যে এক ও দুই নং মতধারায় চন্দ্রগুপ্ত থেকে অশোকের রাজ্যাভিষেক কাল ব্যবধান ৪৯ বৎসর রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং হাতিগুম্ফা শিলালিপ থেকে সংগৃহীত তথাকথিত 'মহাপদ্ম-অশোক' কাল ১৪৪ বৎসরকে ৯৫+৪৯ বৎসর ধারায় 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত-অশোক' কাল পঞ্জীতে বিভক্ত করেছিলেন সে প্রমাণ আরও একটি সূত্রে পাওয়া যায়। আমরা ঔৎসুক্যের সাথে লক্ষ্য করি যে জৈনগণ জৈন ধর্ম্মের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক কলিঙ্গ অধিপতি মহামেঘবাহন খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপি থেকে শুধুমাত্র 'মহাপদ্ম-অশোক' কাল দূরত্ব সংগ্রহ করেই যে নিজেদের ক্রমানুপঞ্জী মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন তাই নয়, মহামেঘবাহন খারবেলকেও এই সাথে ঐ ক্রমানুপঞ্জী মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। যেইরূপ ব্যাখ্যা থেকে 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব ১৪৪ বৎসর গ্রহণ করা চলে সেই অনুসারে মহামেঘ-

বাহন খারবেলের সময়কাল নির্দ্ধারিত হয় মহাপদ্ম নন্দ থেকে ২৯৫ বৎসর ও অশোক থেকে ১৫১ বৎসর পরবর্ত্তী রূপে এবং অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ রূপে গ্রহণ করলে এই ব্যবধান তথ্য অনুসারে ঐ তারিখ স্থির হয় খৃঃ পূঃ ১১৫ অব্দ বা বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৫৭ সংবৎসর। আমরা দেখি যে জৈনগণ তাঁকে ঐরূপ তারিখেই স্থাপনা করেছেন। অতএব এই সূত্রে প্রথমতঃ প্রমাণ পাওয়া যায় যে জৈনগণ এক ও দুই নং মতধারায় অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ গ্রহণ করেছিলেন প্রকৃতই খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ এবং মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক তারিখ গ্রহণ করেছিলেন খৃঃ পূঃ ৪১০ অব্দ। অতএব তাঁরা আদিভাগে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল কখনই খৃঃ পূঃ ৩১৩ অব্দ রূপে নির্দ্দিষ্ট করেন নি করেছিলেন খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দ— যেমন ইঙ্গিত পেয়ে থাকি আমরা মৈশূরীয় জৈন-স্মৃতি সূত্রে; এবং এইভাবে চন্দ্রগুপ্ত-অশোক দূরত্ব অনুসরণ করেছিলেন ৪৯ বৎসর

চার জৈন ক্রমানপঞ্জী মধ্যে মহামেঘবাহন খারবেলের উপস্থিতি

জৈনগণ যে হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্যের তথাকথিত ব্যাখ্যা ভিত্তিতে সংকলিত ক্রমানুপঞ্জী মধ্যে জৈন ধর্ম্মের

এককালীন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক কলিঙ্গ রাজ মহামেঘবাহন খারবেলকেও স্থান দিয়েছিলেন তাঁর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বর্ত্তমান রয়েছে আজ নিম্নোক্ত জৈনগাথাটি —*১৯

"অবন্তী অধিপতি পালক সেই দিন নীশিথে সিংহাসনাভিষিক্ত হন, যেই দিন অর্হৎ ও তীর্থঙ্কর মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন।'

'পালক রাজত্ব করেন ৬০ বৎসর নন্দবংশীয়গণ ১৫৫ বৎসর, মৌর্য্য বংশীয়গণ ১০৮ বৎসর এবং পুষ্যমিত্র ৩০ বৎসর।'

'বালমিত্র ও ভানুমিত্র ৬০ বৎসর নভোবাহন (বা নহবান) ৪০ বৎসর, গর্দ্দভিলগণ ১৩ বৎসর এবং শকগণ ৪ বৎসর।"

'মহাবীর বিক্রমাব্দ' কালের ক্রমানুপঞ্জী সংক্রান্ত এই জৈন গাথাটির তৃতীয় স্তবকে যে নভোবাহন বা নহবানের উল্লেখ পাওয়া যায় সাধারণ বিচার থেকে তাঁকে কলিঙ্গ অধিপতি মহামেঘবাহন (খারবেল) রূপে চিহ্নিত করতে কেহই হয়ত উৎসাহ দেখাবেন না। অন্ধ্র বা সাতবাহন বংশীয় গোতমীপুত্র সাতকর্ণী (খৃষ্টাব্দ ১০৬—১৩০) কর্ত্তৃক বিজিত শক ক্ষত্রপ নহবানকেই জৈনগণ ভুলক্রমে এখানে উল্লেখ করেছেন এবং 'নভোবাহন' নহবান' নামেরই

*১৯. দেখুন—Indian Antiquary—Vol. II.

বিকৃত রূপ—এই রায়ই হয়ত দিবেন সবাই। কিন্তু তাৎপর্য্যের বিষয়, নহবান বা নভোবাহনকে যেই কাল বিন্দুতে এখানে আমরা পাই সেই বিন্দুটি হল—বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৫৭ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ১১৫ অব্দ। অতএব 'নহবান' বা 'নভোবাহন'কে জৈনগণ মূলতঃ স্থাপনা করেছেন মহাপদ্ম নন্দ অপেক্ষা ২৯৫ বৎসর চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা ২০০ বৎসর এবং অশোক অপেক্ষা ১৫১বৎসর ব্যবধানে।*২০ হাতিগুম্ফা শিলালিপির জৈন ব্যাখ্যা অনুসারে এই কাল বিন্দুটিতে নহবান বা নভোবাহনের পরিবর্ত্তে মহামেঘবাহন (খারবেল)-কেই পাওয়ার কথা নয় কি? এ থেকে এইরূপ ধারণাই জন্মায় না কি যে জৈনগণ কালক্রমে মহামেঘবাহনকেই নহবান রূপে ভুল করেছিলেন? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিশেষ অর্থ প্রকাশ ক্ষেত্রে 'মেঘঃ' শব্দটি 'নভঃ' শব্দের সহিত সমার্থজ্ঞাপক। অতএব নিম্নোক্ত ধারায় 'মহামেঘ-বাহন' এর 'নভোবাহন' ও ক্রমে 'নহবান'এ রূপান্তর সম্পূর্ণ সম্ভব।—

মহামেঘবাহন> মেঘবাহন=নভোবাহন> নভোবান> নহবান।

---

*২০ উদ্ধৃত জৈনগাথা মধ্যে অবশ্য চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ২৫৫ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৩১৩ অব্দ রূপে পাওয়া যায় এবং এই অনুসারে উল্লিখিত দূরত্ব সমূহ প্রতি ক্ষেত্রে দুই বৎসর কম রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইতি পূর্ব্বেই দেখেছি যে ইহা পরবর্ত্তীকালীন বিভ্রান্তি মাত্র। এক ও দুই নং জৈন মতধারা প্রবর্ত্তন কালে জৈনগণ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল ধার্য্য করেছিলেন বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ২৫৭ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দ। সুতরাং এই মূল তারিখ অনুসারেই এখানে হিসাব করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পুরাণ-স্মৃতি

'মূল' পুরাণ-স্মৃতি সম্পর্কে যে সব তথ্য এই গ্রন্থে নিবেদন করা হয়েছে—তাঁর প্রকাশ এই প্রথম নয়। 'ভারত ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়— ১ম খণ্ড (পুরাণ তথ্য পর্যালোচনা)' নামক অপর এক গ্রন্থে পূর্ব্বেই সে সব বিস্তৃত ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। 'হয়েছিল'—এই অতীত সূচক ক্রিয়াটিকে ব্যবহার করা হল এখানে এই কারণে যে ২১শে মার্চ্চ ১৯৫৮এ ঐ গ্রন্থখানিকে যখন প্রকাশ করা হয়, তখন আর্থিক কারণ বশতঃ মুদ্রণ সংখ্যা বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। প্রচার করা হয়েছিল মাত্র ঐতিহাসিক মহলের এক বিশেষ অংশ মধ্যে। বিক্রয়ার্থে কোন সাধারণ সংস্করণ প্রকাশ করা এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এর কারণ অতি সহজ। লেখক একে সৌখীন গবেষক, তাঁর উপর আবার পাণ্ডিত্যের মানদণ্ডে এই কার্য্যে সম্পূর্ণ অনধিকারী, সুতরাং তাঁর মূল পৃষ্ঠপোষক হলেন মাত্র শূন্যরূপী সেই অদৃশ্য সত্ত্বা—যাকে

আমরা আখ্যা দিয়েছি 'ঈশ্বর'। যার দান ও প্রেরণা এক অনধিকারীকে এই কার্য্যে ব্রতী করেছে, এর যা কিছু পরিণতির দায় দায়িত্ব তাঁরই। তিনি যে এই দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করেছেন এমন কথা বলা চলে না। কারণ তাহলে দীর্ঘ চার বৎসর পর লেখকের পক্ষে এই গ্রন্থখানির প্রকাশ আজ আদৌ সম্ভবপর হত না।

যাই হোক, যারা পুরাণ সম্পর্কিত ঐ গ্রন্থখানির সাথে আদৌ পরিচিত নন, তাঁদের মনে পুরাণ স্মৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি এই গ্রন্থে আদৌ সম্ভবপর নয়। বৌদ্ধ ও জৈন স্মৃতি সম্পর্কে যেরূপ সংক্ষেপে আলোচনা করা গিয়াছে, পুরাণ স্মৃতি ঐরূপ সংক্ষেপে আলোচনার বস্তু নয়। পুরাণ মধ্যে ভারতীয় আর্য্য ইতিহাসের স্থিরবিন্দু বা বৈবস্বত মনু থেকে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত কালের ক্রমানুপঞ্জী এরূপ ভাবে গ্রথিত রয়েছে যে এর মধ্যকার কোনও এক বিশেষ কালের ক্রমানুপঞ্জীকে সমগ্র অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথক ভাবে আলোচনা বা বিচার বিশ্লেষণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সমগ্র কালের ক্রমানুপঞ্জীই পুরাণ মধ্যে যুগবাদ ভিত্তিতে সংকলিত হয়ে উপস্থিত।

এ ছাড়া বর্ত্তমানে এই ক্রমানুপঞ্জী ও উহা সংকলনার্থে ব্যবহৃত যুগবাদ যেরূপ বিকৃতি ও প্রক্ষেপ ভারাক্রান্ত অবস্থায় প্রচলিত পুরাণ সমূহ মধ্যে উপস্থিত রয়েছে তা'থেকে এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই গ্রন্থখানি মধ্যে করতে গেলে এখানি রীতিমত মেদ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে এবং পরিণতিতে এখানির প্রকাশ ভবিষ্যত সাপেক্ষ হয়ে থাকবে—এই আশঙ্কা থেকেই ঐরূপ আলোচনার চেষ্টা সযত্নে বর্জ্জন করা হল। ইতিহাসের প্রতি সকলের অনুরাগ ও উৎসাহ যেরূপ সত্যনিষ্ঠ ও প্রবল তাহাতে এই বর্জ্জন ফলে কাহারও জ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিংবা জিজ্ঞাসা অপূরণ হেতু সকলে গভীর অতৃপ্তি বোধ করবেন—এরূপ মনে করবার মত ধৃষ্টতা লেখক রাখেন না। যদি সত্য সত্যই ঐরূপ অভাবনীয় পরিস্থিতি দেখা দেয়, তবে সেক্ষেত্রে অন্ততঃ একশত জন উৎসুক পাঠকের নিকট থেকে অনুরোধ এলে এবং নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার প্রতিশ্রুতি পেলে ঐ গ্রন্থখানিকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত ভাবে প্রকাশ করবার উদ্যম নিতে লেখকের আপত্তি নেই। নতুবা, পাঠক নির্ভর শূন্য ভাবে প্রকাশ করবার মত সুযোগ সুবিধা যখন দেখা দেবে - সেই সময়েই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবে।

এখানে আরও গুটিকতক কথা উচ্চারণ করা প্রয়োজন মনে করি। চার বৎসর পূর্ব্বে পুরাণ সম্পর্কিত গ্রন্থখানি

মধ্যে পৌরাণিক ক্রমানুপঞ্জীর স্বরূপ সম্পর্কে লেখক যে সব সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর কোন একটি সিদ্ধান্ত থেকেও পশ্চাৎ অপসরণ করবার মত কোনরূপ তথ্য এখন পর্য্যন্তও লেখকের দৃষ্টি পথে আসেনি। বরঞ্চ বিপরীতই ঘটেছে। এই কাল মধ্যে এমন বহু সব নূতন তথ্য দৃষ্টিপথে এসেছে যা অ'ত সুনিশ্চিত ভাবে ঐ সব সিদ্ধান্তকে নির্ভুল রূপে প্রতিপন্ন করে। বর্ত্তমান গ্রন্থ-খানিতে উপস্থাপিত মূল বৌদ্ধ-স্মৃতি, জৈন-স্মৃতি এবং হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্য থেকেও এই একই রায় পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ব্বে সেই গ্রন্থখানি মধ্যে যে কথা দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করা গিয়েছে, এখানে পুনরায় সেই কথাই আরও দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করব –

'পুরাণ সম্পর্কিত ঐ গ্রন্থখানিকে ঐতিহাসিকগণ যতদিন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করবেন, ঐ গ্রন্থখানির অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম থাকবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাদের নিকট থেকে আত্মগোপন করে থাকবে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস ও ক্রমানুপঞ্জী।'

পঞ্চম অধ্যায়

'বিম্বিসার-খারবেল' তারিখপঞ্জী

ভারতীয় প্রাচীন অধ্যায়ের ঘটনাবলীর সন তারিখ নির্দ্ধারণ বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে সাহায্য দিয়ে থাকে আমাদের—ম্যাসিডন অধিপতি আলেকজেণ্ডারের ভারত অভিযান উপলক্ষে পাঞ্জাব আগমন তারিখটি। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত ঘটনাবলী মধ্যে এইটিই হল একমাত্র ঘটনা যার তারিখ সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা বিসম্বাদ নেই বলা চলে। এই ঘটনা তারিখ হল—খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দ। এই তারিখটি যে নির্ভুল—ভারতীয় অব্দের সাহায্যে সমসাময়িক কালে নির্দ্দিষ্ট এই ঘটনা-তারিখ সাথে প্রকাশিত তারিখটির ঐক্য থেকেও সে কথা সুন্দর ভাবে প্রমাণিত হয়। আলেকজেণ্ডারের ভূতপূর্ব্ব সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যাকট্রিয়া অধিপতি সেলুকাস নিকাটর কর্ত্তৃক মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ সভায়

প্রেরিত গ্রীকদূত মেগাস্থেনীসের 'ভারত বিবরণ' *২১ থেকে জানা যায় যে ভারতীয় পণ্ডিতগণ প্রদত্ত গণনা অনুসারে আলেকজেণ্ডারের সময়কাল 'ডায়োনীসস' থেকে ৬৪৫১ বৎসর ৩ মাস পরবর্ত্তী। পর্যালোচনা সূত্রে জানা যায় যে ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই কাল নির্দ্দেশ করেছিলেন তৎকালীন ভারতে প্রচলিত, বৈদিক যজ্ঞ প্রথার প্রচলন-কারী ঋষিগণের সময়কালকে স্থির বিন্দু ধরে প্রবর্ত্তিত ও সপ্তর্ষি অব্দ নামে চিহ্নিত এক অব্দের সাহায্যে। মূল পুরাণ তথ্য, পরশুরাম সংবৎ নামে আর একটি প্রাচীন অব্দ *২২ ও উত্তর বৈদিক সাহিত্য মধ্যে উপস্থিত গুরু-শিষ্য পরম্পরা তালিকা সমূহের সাক্ষ্য থেকে প্রতিপন্ন হয় যে তৎকালীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ মেগাস্থেনীসের নিকট ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন কল্পে এই অব্দটির সূচনাবিন্দু মূল কালবিন্দু অপেক্ষা দুই চক্রকাল বা ৫৪০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে প্রকাশ করেছিলেন

---

*২১ মেগাস্থেনীস রচিত মূল গ্রন্থের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে নেই। ডায়োডোরস্, আরিয়ান, প্লীনি, সলিনাস প্রমুখ পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁদের রচনা মধ্যে ঐ গ্রন্থ থেকে যেই সব উদ্ধৃত করে গিয়েছেন উহাই বর্ত্তমানে সেই গ্রন্থের পরিচয় বহন করে। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় রজনীকান্ত গুহ অনুবাদিত 'মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ' দেখুন।

*২২ See—Book of Indian Eras—Cunningham.

(গণনারীতি অনুসারে সপ্তর্ষি অব্দ ২৭০০ বর্ষীয় চক্র সংবৎ)। অতএব আলেকজেণ্ডারের পাঞ্জাব আগমন কাল এই অব্দটির মূল সূচনা বিন্দু হতে ১০৫১ বৎসর ৩ মাস পরবর্ত্তী এবং এই অব্দটির মূল সূচনা বিন্দু আলেকজেণ্ডারের পঞ্জাব আগমন কাল থেকে ১০৫১ বৎসর ৩ মাস পূর্ব্ববর্ত্তী। 'কলৌব্দ' রূপে সুপরিচিত অব্দটির সাথে আলোচ্য অব্দটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূত্রে জানা যায় যে এই অব্দটির মূল সূচনা বিন্দু কলৌব্দের সূচনা বিন্দু (খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দ) অপেক্ষা ১৭২৪ বৎসর পরবর্ত্তী বা খৃঃ পূঃ ১৩৭৭ অব্দ।*২৩ সুতরাং এই অব্দ ভিত্তিতে নির্দ্দিষ্ট তারিখ অনুসারেও আলেকজেণ্ডারের পাঞ্জাব আগমন কাল (খৃঃ পূঃ ১৩৭৭ অব্দ—১০৫১ বৎসর =) খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দ।

সমসাময়িক গ্রীক বিবরণাদি সূত্রে জানা যায় যে আলেকজেণ্ডার যে সময়ে ভারতে আসেন ঐ সময়ে মগধ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন নন্দ বংশের শেষ অধিপতি, মহাপদ্ম নন্দের কনিষ্ঠ পুত্র ধননন্দ। চন্দ্রগুপ্ত ঐ সময়ে—সাধারণ বংশ সম্ভূত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ভাগ্যান্বেষণে ব্রতী এক অল্প বয়স্ক যুবক মাত্র। তিনি

*২৩ এ সম্পর্কে লেখকের প্রথম গ্রন্থ 'ভারত ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়' (পুরাণ তথ্য পর্যালোচনা)—এ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

নাকি ঐ সময়ে আলেকজেণ্ডারের সাথেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। আলেকজেণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর অল্পকাল মধ্যেই তিনি নন্দ বংশের পতন ঘটিয়ে মগধ রাজ্য অধিকারে সমর্থ হন এবং আলেকজেণ্ডারের সৈন্যাধ্যক্ষগণের অধীনতা পাশ থেকে ভারতীয় অঞ্চল সমূহের উদ্ধার সাধন করেন। অতএব দেখা যায় চন্দ্রগুপ্তের ভাগ্যোদয় কাল বা মগধ সিংহাসন অধিকার কাল খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দের নিকট পরবর্ত্তী সময়। (এক্ষেত্রে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা কালও নিশ্চিত ভাবে খৃঃ পূঃ ৩২৬+৮৬ বৎসর=খৃঃ পূঃ ৪১২ অব্দের নিকট পরবর্ত্তী এবং বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ ও অশোকের অভিষেক কালও যথাক্রমে – (খৃঃ পূঃ ৪১২+ ১৪০ বৎসর=খৃঃ পূঃ ৫৫২অব্দ ও খৃঃ পূঃ ৩২৬ –৪৯বৎসর =খৃঃ পূঃ ২৭৭ অব্দের নিকট পরবর্ত্তী ঘটনা)।

পুনরায় চন্দ্রগুপ্তের অধিকার প্রতিষ্ঠা কাল যে খৃঃ পূঃ ৩১২ অব্দের পরবর্ত্তী গ্রীক বিবরণাদি থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করাও কষ্টকর। তাঁদের বিবরণ অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত যে আলেকজেণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর অল্পকাল মধ্যেই নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন –মাত্র তাই নয়। আলেকজেণ্ডারের ভূতপূর্ব্ব সৈন্যাধ্যক্ষ সেলুকাস নিকাটর যেই সময়ে আপন ভাগ্য রচনায় নিয়োজিত ছিলেন –তখন,

ঠিক ঐ একই সময় মধ্যে চন্দ্রগুপ্তও আপন ভাগ্যোদয় ঘটান। সেলুকাস নিকাটর সেলুকাডিয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন খৃঃ পূঃ ৩১২ অব্দে। অতএব চন্দ্রগুপ্তও ঐ তারিখ মধ্যেই আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। (সুতরাং দেখা যায়—বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল খৃঃ পূঃ ৫৫২—৫৩৮ অব্দ, নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা কাল খৃঃ পূঃ ৪১২—৩৯৮ অব্দ এবং অশোকের অভিষেক কাল খৃঃ পূঃ ২৭৭—২৬৩ অব্দের মধ্যবর্ত্তী)।

সমসাময়িক গ্রীক বিবরণাদি মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের সঠিক তারিখ নির্দ্ধারণ সহায়ক তথ্যের উপস্থিতি যে একেবারেই নেই—ঠিক তা নয়। মেগাস্থেনীসের 'ভারত বিবরণ' সূত্রে জানা যায় যে ভারতীয় পণ্ডিতগণের গণনানুসারে 'ডায়োনীস্‌স' থেকে চন্দ্রগুপ্তের সময়কাল ব্যবধান ৬০৪২ বৎসর। যেই অব্দ মাধ্যমে ঐ কালনির্দ্দেশ করা হয়েছে সেটিও এক সপ্তর্ষি অব্দ। এই অব্দটিরও স্থিরবিন্দু—বৈদিক যজ্ঞ প্রথার সূচনা কাল তথা অঙ্গিরা, বৈবস্বত মনু প্রভৃতি যজ্ঞ প্রবর্ত্তক ঋষিগণের পর্য্যায়কাল। আলেকজেণ্ডারের সময় কাল নির্দ্দেশে ব্যবহৃত সপ্তর্ষি অব্দটির বেলায় যেমন ঐ অব্দটির সূচনা বিন্দু মূল কালবিন্দু অপেক্ষা দুই চক্রকাল বা ৫৪০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে মেগাস্থেনীসের নিকট

ব্যক্ত করা হয়েছিল এই অব্দটির বেলায়ও ঠিক সেই রূপই করা হয়েছে। এই অব্দটির প্রকৃত সূচনাবিন্দু ও চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ মধ্যে পারস্পরিক কাল ব্যবধান মূলতঃ ৬৪২ বৎসর।*২৪ কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলেকজেণ্ডারের সময়কাল নির্দ্দেশে ব্যবহৃত সপ্তর্ষি অব্দটির সাথে অধুনা প্রচলিত অব্দাদির সংযোগ স্থাপনা স্বাধীন সূত্রে সম্ভব হয়ে থাকলেও, আলোচ্য সপ্তর্ষি অব্দটির ক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্তও ঐরূপ করে উঠা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে নি। সুতরাং চন্দ্রগুপ্তের সময়কাল ও প্রাচীন কালানুপঞ্জী নিরূপণ ক্ষেত্রে এই অব্দ-তথ্যের সুযোগ গ্রহণ করবার মত অবস্থায় এখনও আমরা পৌঁছাই নি। তবে অদূর ভবিষ্যতে যে ইহা সম্ভব হবে – এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

যাই হোক, চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল সম্পর্কে উপরে যে আলোক এ পর্য্যন্ত আমরা পেলাম তাঁর উপর নির্ভর করে সম্রাট অশোকের অভিষেক তারিখ সীমাবদ্ধ করা চলে খৃঃ পূঃ ২৭৭ অব্দ থেকে খৃঃ পূঃ ২৬৩ অব্দের মধ্যে। অশোক কর্ত্তৃক প্রচারিত যেই সব শিলানুশাসনের সন্ধান পাওয়া যায় তা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি

---

*২৪ এ সম্পর্কে লেখকের প্রথম গ্রন্থখানিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অন্তিয়ক, তুলময়, অন্তেকিন, মক ও অলিকসুন্দর এই পাঁচ জন বিদেশীয় নরপতির সমসাময়িক ছিলেন এবং দূত প্রেরণ করে তাঁদের সাথে সখ্যতা পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনা করে ছিলেন। Norris, Westergard, Lassen, Senart, Smith ও Marshall প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই পাঁচ জন নরপতিকে সনাক্ত করেছেন যথাক্রমে —সিরিয়া অধিপতি Antiochos II Theos (খৃঃ পূঃ ২৬১ - ২৪৬ অব্দ), মিশর অধিপতি Ptolemy-II. Philadelphos (খৃঃ পূঃ ২৮৮—২৪৭ অব্দ), সিরিন অধিপতি Magas (যার মৃত্যুকাল সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ২৫৮ অব্দের পরবর্ত্তী নয়), ম্যাসিডন অধিপতি Antigonos Gonatas (খৃঃ পূঃ ২৭৭ বা ২৭৬—২৩৯ অব্দ) এবং ইপিরাস অধিপতি Alexandar (খৃঃ পূঃ ২৭২—অঃ ২৫৫ অব্দ) রূপে। অশোক তাঁর দ্বাদশ অভিষিক্ত বর্ষের পূর্ব্বে কোন শিলানুশাসন প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায় না। সুতরাং ঐ পাঁচ জন নরপতির মধ্যে Magas এর মৃত্যু কাল যদি খৃঃ পূঃ ২৫৮ অব্দের পরবর্ত্তী না হয় তবে অশোকের অভিষেক কালও (খৃঃ পূঃ ২৫৮ অব্দ + ১১ বৎসর =) খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দের পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভব নয়। লক্ষণীয় অশোকের অভিষেক কাল সম্পর্কে বৌদ্ধ স্মৃতি থেকে যে দুইটি তারিখ লাভ

করা যায় – খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ ও খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ—তাঁর মধ্যে দ্বিতীয়টি এই তারিখের সাথে ঐক্যপূর্ণ। আবার চন্দ্রগুপ্তের সময়কাল সম্পর্কিত বহি তথ্যাদিও এই তারিখটির বিরুদ্ধ নয়। এই কারণে বৌদ্ধ-স্মৃতি ও এ. যাবৎ বিবৃত অপরাপর তথ্য সমূহের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিকগণ খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দকেই অশোকের প্রকৃত অভিষেক তারিখ রূপে স্থির করেছেন। কিন্তু Magas এর মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতদ্বৈধ বর্ত্তমান। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মত অনুসারে এই কাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দ। এক্ষেত্রে তো অশোকের অভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬১ অব্দ হওয়াও সম্ভবপর। অবশ্য অশোকের শিলানুশাসন মধ্যে উল্লিখিত অলিকসুদর যদি ইপিরাস অধিপতি আলেকজেণ্ডার হন, তবে অশোককে খৃঃ পূঃ ২৬১ অব্দের পূর্ব্বে বা খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দে স্থাপনা করা যায়। হতে পারে—Magas এর মৃত্যু তারিখ ঘিরে যেরূপ মতদ্বৈধ বর্ত্তমান তাতে এই তারিখটির উপর আস্থাবান হওয়াও নিরাপদ নয়। কিন্তু তা হলেও মনে রাখতে হবে যে এই তারিখটিও বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে অশোকের অন্যতম অভিষেক তারিখ রূপে উপস্থিত। এ ছাড়া জৈন স্মৃতি থেকেও এখন পর্য্যন্ত আমরা খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দের সপক্ষে কোন সমর্থন পাই নি।

যা সমর্থন পেয়েছি—তা সম্পূর্ণ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দের সপক্ষে। সুতরাং যেই সব তথ্যের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিকগণ অশোকের অভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ রূপে গ্রহণ করেছেন, সেই সব তথ্যাদি ঐ তারিখটিকে অবিসম্বাদিত বা নির্ভুল তারিখ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে না। এজন্য আরও অধিক সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ প্রয়োজন।

জৈন-স্মৃতি যে রূপ রায়ই দিক না কেন, বৌদ্ধ স্মৃতি ধারাকে যদি আমরা ধীর ভাবে বিশ্লেষণ চেষ্টা করি তবে শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই স্থায়ী থাকতে হয় যে খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দই অশোকের প্রকৃত অভিষেক তারিখ। খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ তারিখটি জৈনদের নিজস্ব তারিখ নয়। এক ও দুই নং জৈন মতধারা মধ্যে প্রকটিত এই তারিখটি জৈনগণ ঐ দুই মতধারায় উপস্থিত 'মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব তথ্যের ন্যায় বৌদ্ধ-স্মৃতি থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়া—এখন পর্য্যন্ত জৈন-স্মৃতি থেকে খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দের সপক্ষ-ভুক্ত তথ্য পাওয়া না গেলেও, ঐরূপ তথ্যের সন্ধান প্রকৃতই এই স্মৃতি ধারা মধ্যে নেই—এরূপ সিদ্ধান্তে স্থায়ী হওয়া ভুল হবে। অশোক পৌত্র সম্প্রতির সময়কাল সম্পর্কে জৈনগণ যে তথ্যের সন্ধান দিয়ে থাকেন—তাহা এই তারিখটিকে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে অশোকের প্রকৃত রাজ্যাভিষেক তারিখ রূপে প্রতিপন্ন করে।

প্রথমে বৌদ্ধ স্মৃতি ধারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক্। .... যদিও 'বুদ্ধ অশোক কালের প্রকৃত ব্যবধান ২৭৫ বৎসর তাহলেও বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ ও খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ — এই দুইটি তারিখকেই আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত পাই – 'বুদ্ধ অশোক' ব্যবধান ২১৮ বৎসর এই ভ্রান্ত মতবাদের সাথে জড়িত ভাবে। 'বুদ্ধ-অশোক' কাল ২৭৫ বৎসর মধ্যে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কাল ৮৬ বৎসর। কিন্তু ২১৮ বৎসর মতবাদে এই কাল বলা হয়েছে মাত্র ২২ বৎসর, অর্থাৎ প্রকৃত কাল অপেক্ষা ৬৪ বৎসর কম। এই ৬৭ বৎসরের বিকৃতি এল কি ভাবে? এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে— এই ৬৪ বৎসর মধ্যে ৪ বৎসর আত্মসাৎ করেছে অশোকের রাজ্যলাভ ও রাজ্যাভিষেক মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান সম্পর্কিত ভ্রান্ত বৌদ্ধ মতবাদ এবং অপর ৬০ বৎসর আত্মসাৎ করেছে 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' ও 'বুদ্ধ অশোক' দূরত্বকে বিম্বিসার-চন্দ্রগুপ্ত' ও 'বিম্বিসার-অশোক' দূরত্ব রূপে গ্রহণ জনিত বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তির ফলে 'বিম্বিসার-বুদ্ধদেব' দূরত্ব রূপে যে ৬০ বৎসরের হরণ ঘটেছে তাহা বাদ দিলে 'বুদ্ধ-অশোক' দূরত্ব ২৭৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে পাই আমরা ২১৫ বৎসর (অপর চার বৎসর হিসাবে ধরা গেল না, কারণ উহা যেমন নন্দবংশ কাল

থেকে হরণ হয়েছে, তেমন যুক্ত হয়েছে পুনরায় অশোকের 'রাজ্যলাভ-রাজ্যাভিষেক' ব্যবধান রূপে। সুতরাং 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব থেকে প্রকৃত পক্ষে ৬০ বৎসরই হরণ হয়েছে।) অতএব দেখা যায়—২১৮ বৎসর মতবাদে এই দুইটি বিভ্রান্তি ছাড়া আরও একটি বিভ্রান্তি স্থান পেয়েছে যার ফলে পুনরায় আবার তিন বৎসরের আধিক্য দেখা দিয়েছে এতে। এই বিভ্রান্তিটির প্রবেশ ঘটেছে দেখা যায়—অশোক-পিতা বিন্দুসারের রাজত্ব কাল পরিমাণ তথ্যে। বিন্দুসারের সঠিক রাজত্ব কাল যেখানে ২৫ বৎসর, এই বৌদ্ধ মতবাদে সেখানে ব্যক্ত করা হয়েছে ২৮ বৎসর। আর এই তিন বৎসরের আধিক্য থেকেই জন্ম নিয়েছে—তারিখ সংক্রান্ত তিন বৎসরের মতবিরোধ। এই অধিক্য বিভ্রান্তিই বৌদ্ধগণকে এই সমস্যা মুখে এগিয়ে দিয়েছিল যে অশোকের রাজ্যাভিষেক কাল প্রচলিত কাল অপেক্ষা তিন বৎসর পরবর্ত্তী কিংবা বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল তিন বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী? যদি এই সমস্যা তাঁদের দ্বিধা বিভক্ত করে না ফেলত তবে ২১৮ বৎসর ব্যবধান বাদ অনুসারে আমরা হয় বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ পেতাম খৃঃ পূঃ ৪৮৭ এবং অশোকের অভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ, না হয় বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ এবং

অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ। কিন্তু দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে একপক্ষ অশোকের অভিষেক কাল তিন বৎসর পরবর্ত্তী এবং অপর পক্ষ বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল তিন বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে নির্দ্দিষ্ট করায় বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে আমরা দুই প্রকার মতবাদেরই সন্ধান পেয়ে থাকি। অতএব এক্ষেত্রে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ তারিখটির উপর আস্থা স্থাপনা করবার মত কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। তিন বৎসরের ঐ আধিক্য বিভ্রান্তি সংশোধন করে নিলে অশোকের প্রকৃত রাজ্যাভিষেক তারিখ পাওয়া যায় — খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ। (আর 'অশোক-বুদ্ধ' ব্যবধান ২১৮ - ৩ বৎসর = ২১৫ বৎসর অনুযায়ী বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল — খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ)।

বিন্দুসারের রাজত্বকাল পরিমাণ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি যে তিন বৎসরের আধিক্য সঞ্চার ঘটিয়েছে তাহা সংশোধন করে নিলে উপরোক্ত ২১৮ বৎসর মতবাদ থেকে 'বুদ্ধ-অশোক' ব্যবধান রূপে পাই আমরা ২১৫ বৎসর। কিন্তু আমরা দেখেছি—এই ব্যবধানও সঠিক নয়। 'বুদ্ধ-অশোক' কালকে বিম্বিসার অশোক কাল রূপে ভুল করে বসবার ফলেই এইরূপ ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। নতুবা, প্রকৃত ব্যবধান ২১৫ + ৬০ বৎসর = ২৭৫ বৎসর। অতএব এ যদি

সত্য হয় যে অশোকের অভিষেক তারিখ প্রকৃতই খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ ও উক্ত ৬০ বৎসরের বিভ্রম অনুযায়ী বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ, তবে সঠিক 'অশোক-বুদ্ধ' ব্যবধান ২৭৫ বৎসর বা ২১৫+৬০ বৎসর অনুসারে বুদ্ধদেবের সঠিক পরিনির্ব্বাণ তারিখ নিশ্চয়ই খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ+২৭৫ বৎসর বা খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ+৬০ বৎসর= খৃঃপূঃ ৫৪৪ অব্দ। লক্ষ্যণীয়—এই খৃঃপূঃ ৫৪৪অব্দ তারিখটিও বৌদ্ধ স্মৃতি মধ্যে বুদ্ধদেবের অন্যতম পরিনির্ব্বাণ তারিখ রূপে উপস্থিত রয়েছে। বৌদ্ধগণ মধ্যবর্ত্তী কালে খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ ও খৃঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দকে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ রূপে প্রচার করে থাকলেও, শেষ পর্য্যায়ে ঐ তারিখটিতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন। এই তথ্য সঙ্গতিও প্রমাণ করে যে অশোকের অভিষেক তারিখ সম্পর্কে আমরা ভুল সিদ্ধান্তে স্থায়ী হই নি। এই প্রসঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে খৃঃপূঃ ২৬৬ অব্দ যদি অশোকের প্রকৃত অভিষেক তারিখ হয়, তবে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ হবে খৃঃপূঃ ৫৪১অব্দ। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্পর্কে এইরূপ কোন তারিখের সন্ধান আমাদের দৃষ্টিপথে আসে না।)

জৈন সাক্ষ্য থেকে আমরা সংকেত পাই যে সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ে বৌদ্ধগণ যখন খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দকে বুদ্ধদেবের

পরিনির্ব্বাণ অব্দ রূপে গ্রহণ করেন, তখন তাঁরা 'বুদ্ধ-অশোক' ব্যবধান গ্রহণ করেছিলেন ২১৮+৬০ বৎসর= ২৭৮ বৎসর এবং অশোকের অভিষেক তারিখ খ্বঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ *২৫ অর্থাৎ ঐ সময়ে তাঁরা দুই ও তিন নং বিভ্রান্তির সংশোধন না করে, শুধুমাত্র এক নং বিভ্রান্তির সংশোধন করেছিলেন। আমরা দেখেছি তিন নং বিভ্রান্তিটিকে ঠিক 'বিভ্রান্তি' আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এই বিভ্রান্তিতে অশোকের 'রাজ্যলাভ-রাজ্যাভিষেক' মধ্যে চার বৎসরের ব্যবধান আছে বলে ঘোষণা করা হলেও, অশোক-লিপি তথ্য ও বৌদ্ধ স্মৃতির মধ্যে তুলনা বিচার থেকে আমরা প্রমাণ পাই, যে বৌদ্ধগণ অশোকের অভিষেক বর্ষকে শুধু মাত্র রাজ্যলাভ বর্ষরূপে চিত্রিত করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। সেই সঙ্গে আশ্চর্য্যকর ভাবে ঐ রাজ্যলাভ বর্ষ থেকেই তাঁর 'অভিষেক পরবর্ত্তী জীবনপঞ্জী' গণনা করে এসেছেন।*২৬ এ থেকে বলা যেতে পারে যে, হয় তারা তিন নং বিভ্রান্তি-টিকে জেনে শুনে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, নয় তো কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এইরূপ তথ্য বিভ্রান্তি বা বিকৃতি ঘটিয়েছিলেন। যাই হোক, যখন আমরা প্রমাণ পাই যে বৌদ্ধগণ

*২৫ এই গ্রন্থের ১১-১৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

*২৬ এই গ্রন্থের ২১-২৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

নির্দ্দিষ্ট রাজ্যলাভ বর্ষই অশোকের প্রকৃত অভিষেক বর্ষ, তখন আলোচ্য বৌদ্ধ স্মৃতির অনুসরণ থেকে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে 'বুদ্ধ-অশোক' ব্যবধান ২৭৮ বৎসর নয়, ২৭৮—৪ বৎসর=২৭৪ বৎসর এবং অশোকের অভিষেক তারিখ এই কারণে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ নয়, খৃঃ পূঃ ২৭০ অব্দ। 'বুদ্ধ-অশোক' কালের এই যে ব্যবধান এখানে পেলাম তা থেকে যদি 'বুদ্ধ-মহাপদ্ম' ব্যবধান বিয়োগ দিই তবে 'মহাপদ্ম অশোক' অন্তরকাল পাই আমরা (২৭৪ বৎসর —১৪০ বৎসর=) ১৩৪ বৎসর। কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা জেনেছি -পুরাণ, জৈনস্মৃতি এবং হাতিগুম্ফা শিলালিপি এইরূপ ব্যবধান কথা অস্বীকার করে। এই তিন অনুসারেই এই কাল ১৩৫ বৎসর। আবার বৌদ্ধ স্মৃতিও যে এই ১৩৫ বৎসর ব্যবধানকে সমর্থন করে থাকে তা আমরা দেখেছি। অতএব আমরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য যে 'মহাপদ্ম-অশোক' ব্যবধান ১৩৪ বৎসর নয়, ১৩৫ বৎসর। 'বুদ্ধ-অশোক' ব্যবধান ২৭৪ বৎসর নয়, ২৭৫ বৎসর। এবং এই কারণে অশোকের অভিষেক তারিখও খৃঃ পূঃ ২৭০ অব্দ নয়, খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ। .... সুতরাং এখানেও অশোকের অভিষেক কাল রূপে সেই একই তারিখ পুনরায় পাই আমরা।

উপরে আমরা দেখলাম যে সর্ব্বশেষ বৌদ্ধ স্মৃতির অনুসরণ থেকে 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব রূপে যে কাল পাওয়া যায় উহা প্রকৃত কাল (১৩৫ বৎসর) অপেক্ষা এক বৎসর কম। এই এক বৎসরের ঘাটতি যে বৌদ্ধ ক্রমানুপঞ্জী-কারগণের অজানা ভাবে ঘটেছে এ কথা স্বীকার করে নেওয় কষ্টকর। কেন না, আমরা দেখতে পাই যে বৌদ্ধগণ যেমন মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব এক বৎসর কম ধরেছে, তেমন তাঁর পরিবর্ত্ত রূপে অশোকের রাজত্ব কাল পরিমাণ ধার্য্য করেছে প্রকৃত কাল অপেক্ষা এক বৎসর বেশী। পুরাণ থেকে অশোকের রাজত্ব কাল পরিমাণ যেখানে ৩৬ বৎসর পাই, সেখানে সিংহলীয় বৌদ্ধ ক্রমানুপঞ্জী থেকে পাই ৩৭ বৎসর। অর্থাৎ পুরাণ অনুসারে 'মহাপদ্ম-অশোকের রাজত্বাবসান' কাল যেখানে ১৩৫+৩৬ বৎসর =১৭১ বৎসর; আলোচ্য বৌদ্ধ স্মৃতি অনুসারে সেখানে ১৩৪+৩৭ বৎসর=১৭১ বৎসর। পুরাণ এবং বৌদ্ধস্মৃতি উভয় অনুসারেই যখন 'মহাপদ্ম-অশোকের রাজত্বাবসান' কাল দেখা যায় ১৭১ বৎসর এবং 'মহাপদ্ম-অশোকের রাজ্যাভিষেক' কালের ঐতিহাসিক ব্যবধান ১৩৫ বৎসর — তখন অশোকের রাজ্য-শাসন কাল অবশ্যই পুরাণ তথ্যানুরূপ (১৭১ বৎসর —১৩৫ বৎসর =) ৩৬ বৎসর। ………

......আলোচ্য বৌদ্ধ-স্মৃতি তথ্যানুসারে অশোকের রাজত্বা-বসান কাল স্থির হয় (খৃঃপূঃ ২৭০অব্দ—৩৭ বৎসর =) খৃঃপূঃ ২৩৩ অব্দ। অতএব অশোকের রাজ্য শাসন কাল ৩৬ বৎসর অনুসারেও পুনরায় অশোকের অভিষেক তারিখ স্থির হয়ে থাকে সেই খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ।

এবার জৈন স্মৃতিতে আসা যাক্।

বৌদ্ধ ও জৈন—উভয় স্মৃতি অনুসারেই অশোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী হলেন অশোক পৌত্র সম্প্রতি। বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে সম্প্রতির সিংহাসনারোহণ তারিখ বিষয়ে কোনও স্থির নির্দ্দেশের সন্ধান না পাওয়া গেলেও, জৈনস্মৃতি মধ্যে কিন্তু এইরূপ পাওয়া যায়। তাঁরা জানিয়ে থাকেন যে মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ থেকে ২৩৫ বৎসর পর সম্প্রতি মগধ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।*[২৭] যদি আমরা মেনে নিই যে মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৪১০ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৪৬৮ অব্দ—এই মতধারাকে ভিত্তি করেই এইরূপ কাল নির্দ্দেশ করা হয়েছে তবে এই নির্দ্দেশ থেকে সম্প্রতির সিংহাসনারোহণ তারিখ তথা অশোকের রাজত্বাবসান তারিখ সিদ্ধান্ত করা চলে বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ১৭৫

*২৭ See—Ind. Ant. Vol-XI. Pages 245-46.

সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ২৩৩ অব্দ। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল সম্পর্কে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে একমাত্র উল্লিখিত তারিখটিই নিম্নতম। অতএব জৈন-সাক্ষ্য অনুসারে সম্প্রতির সিংহাসনা-রোহণ কাল কোন ক্রমেই ঐ বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ১৭৫ সংবৎসর বা খৃঃপূঃ ২৩৩ অব্দের পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখও খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ হওয়া সম্ভব নয়, এই তারিখ নিম্নতম ভাবে খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ।

আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করেছি যে 'মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ তারিখ বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৪১০ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৪৬৮ অব্দ' এই মতবাদটি 'মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৪১২সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৪৭০ অব্দ' মতবাদের বিকৃত রূপ। অতএব অনেকে যুক্তি তুলতে পারেন যে সম্প্রতির সিংহাসনারোহণ কাল খৃঃপূঃ ২৩৩ অব্দ এই মতবাদ অপেক্ষা 'অশোকের সিংহাসনারোহণ কাল খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ এই জৈন মতবাদটি প্রাচীন। কারণ এই নির্দ্দেশটি 'মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৪১২ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৪৭০ অব্দ' মতবাদ ভিত্তিক রূপে জৈনস্মৃতি মধ্যে উপস্থিত। এক্ষেত্রে সম্প্রতির সিংহাসনারোহণ তারিখের উপর আস্থা

স্থাপনা দ্বারা অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ রূপে সিদ্ধান্ত করা সুসঙ্গত নয়। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে—

(১) জৈনগণ যেই মতবাদটির সাহায্যে অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ রূপে ইঙ্গিত করেছেন ঐ মতবাদটি 'সব কিছু সত্ত্বেও' এক নং বৌদ্ধ-স্মৃতির অনুসরণ থেকে প্রবর্ত্তিত। এক্ষেত্রে ঐ মতবাদ মধ্যে উপস্থিত 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব তথ্যের ন্যায় অশোকের ঐ অভিষেক তারিখটিও যে তাঁরা বৌদ্ধ-স্মৃতি থেকেই গ্রহণ করেন নি—এরূপ কথা জোর দিয়ে বলা চলে কি ? বরঞ্চ বৌদ্ধ-স্মৃতি পর্য্যালোচনা থেকে যখন ঐ তারিখটির পরিবর্ত্তে খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ তারিখটিকেই নির্ভরযোগ্য বলে প্রতিভাত হয় এবং জৈনস্মৃতি মধ্যেও ঐ তারিখটিকে যখন প্রতিদ্বন্দী শূন্য রূপে পাওয়া যায় না, সম্প্রতির তারিখটি ঐ তারিখটির পরিবর্ত্তে খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দকেই সমর্থন করে, তখন একমাত্র বৌদ্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত করা চলে যে ঐ তারিখটি জৈনগণ বৌদ্ধগণের নিকট থেকেই ধার করে-ছিলেন এবং ঐ তারিখটি অশোকের সঠিক রাজ্যাভিষেক তারিখ নয়।

(২) অশোক সম্পর্কিত জৈন তারিখটি (খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ) বৌদ্ধ স্মৃতির অনুসরণ থেকে নির্দ্দিষ্ট—এইরূপ সন্দেহ বা সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হলেও, সম্প্রতির তারিখটি যেরূপ ভাবে উপস্থিত তাতে ঐ তারিখটি সম্পর্কে ঐরূপ সন্দেহ বা সিদ্ধান্ত করা আদৌ চলে না। কিন্তু তবুও যদি এমন হয় যে জৈনগণ সম্প্রতির তারিখটি বৌদ্ধস্মৃতি থেকে ধার করেছিলেন, তাহলেও এই তারিখটিকে নাকচ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কেননা, আমরা দেখেছি যে 'অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ' এই বৌদ্ধ মতবাদকে অনুসরণ করেও তাঁর রাজ্যবসান কাল পাওয়া যায় খৃঃ পূঃ ২৩৩ অব্দ। ইতি পূর্ব্বে সিংহলীয় বৌদ্ধ ক্রমানুপঞ্জী পর্যালোচনা কালেই সে আলোক আমরা পেয়েছি। এই তথ্য নিশ্চিত ভাবেই প্রমাণ করে যে অশোকের রাজ্যাবসান কাল কোন ক্রমেই খৃঃ পূঃ ২৩৩ অব্দের পরবর্ত্তী নয়, সুতরাং অশোকের রাজ্যাভিষেক কালও খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। অতএব সম্প্রতি সম্পর্কিত জৈন তারিখটি ধার করাই হোক কিংবা মৌলিকই হোক, প্রাচীনই হোক কিংবা পরবর্ত্তীকালীনই হোক, অশোকের সময়কাল নির্দ্ধারণ ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট মূল্যবান ও নির্ভর স্থাপনা যোগ্য।

(৩) সম্প্রতি সম্পর্কিত জৈন তারিখটি যদিও বর্ত্তমানে এক বিভ্রান্তি পূর্ণ মতবাদ সাহায্যে নির্দিষ্ট রূপে পাওয়া যায়, তা হলেও এ থেকে এরূপ মনে করবার কোন কারণ নেই যে ঐ জৈন তারিখটি অশোক সম্পর্কিত জৈন তারিখটির (খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ) পরবর্ত্তী বা মূল জৈন মতবাদ নয়। ঐ তারিখটি বর্ত্তমানে যেই রূপ নিয়ে উপস্থিত তা থেকে এই ধারণাই জন্মে যে সম্প্রতি-পূর্ব্ব কোন বিন্দু থেকে নিম্নাভিমুখী গণিত কোন দূরত্ব তথ্যকে অবলম্বন করে জৈনগণ ঐ তারিখটিতে পৌঁছান নি। চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ থেকে অশোকের রাজ্যাবসান কাল ৪৯ বৎসর + ৩৬ বৎসর = ৮৫ বৎসর। সুতরাং ঐরূপ ক্ষেত্রে সম্প্রতির তারিখ পাওয়া যেত নিম্নতম ভাবে (মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত কালের নিম্নতম ব্যবধান বাদ ১৫৫ বৎসর + ৮৫ বৎসর =) ২৪০ মহাবীরাব্দ। আবার যদি অন্ধ ভাবে বৌদ্ধ স্মৃতির নিকট থেকে ধার করা হত তবে ১৫৫ + ৫৬ + ৩৭ বৎসর = ২৪৮ মহাবীরাব্দ কিংবা ১৫৫ + ৪৯ + ৩৭ বৎসর = ২৪১ মহাবীরাব্দ। আর যেরূপ ভাবে জৈনগণ বৌদ্ধ স্মৃতির অনুসরণ করেছেন সেই অনুযায়ী—১৫৫ + ৪৯ + ৩৭ বৎসর = ২৪১ মহাবীরাব্দ বা ১৫৫ + ৪৯ + ৩৬ বৎসর = ২৪০ মহাবীরাব্দ বা ১৫৫ + ৪৯ + ৩৩ বৎসর = ২৩৭

মহাবীরাব্দ। অতএব দেখা যায় উপরদিক থেকে গণনা সাহায্যে কিংবা তথাকথিত বৌদ্ধস্মৃতির অনুসরণ থেকে জৈনগণ সম্প্রতির তারিখে উপস্থিত হন নি। আবার, যদি যথেষ্ট যাচাই বিচার সহকারে জৈনগণ সম্প্রতির তারিখ নির্দিষ্ট করতেন সেক্ষেত্রেও আমরা সম্প্রতির তারিখ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পেতাম। এমন কি, হয়ত সমগ্র জৈন ক্রমানুপঞ্জীই সেক্ষেত্রে ভিন্নরূপ ধারণ করত। সুতরাং বলা যেতে পারে যে জৈনগণ সম্প্রতি থেকে গণিত কিংবা নিম্নদিক থেকে ঊর্দ্ধাভিমুখী গণিত কোন দূরত্ব তথ্যকে ভিত্তি করে সম্প্রতির সিংহাসনারোহণ তারিখে উপনীত হয়েছিলেন, এবং কোনরূপ যাচাই বিচার ব্যতীত সম্পূর্ণ নীরিহ ভাবেই তাকে 'তৎকালে প্রচলিত' পরিনির্ব্বাণ তারিখ সংক্রান্ত মতবাদের সাহায্যে মহাবীরাব্দে রূপান্তরিত করে স্মৃতি মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য যে সম্প্রতি একটি অব্দের প্রবর্ত্তন করেছিলেন বলে জৈনগণ আমাদের সংবাদ দিয়ে থাকেন।*২৮ অশোক যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, সম্প্রতি সেইরূপ

---

*২৮ সম্প্রতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এই অব্দটি অশোককে স্থির বিন্দু ধরে গণিত 'মৌর্য্যকাল' হওয়াও সম্ভব।

পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন জৈন ধর্ম্মের। সুতরাং সম্প্রতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অব্দটি যে জৈনগণের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিল—এমন আশা করা একেবারে অন্যায় নয়। সুতরাং এই সূত্র ধরেই জৈনগণ সম্প্রতির সিংহাসনারোহণ তারিখে উপনীত হয়েছিলেন — এমন হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়।